NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ অস্ট্রেলিয়ায় গোলাপি বল টেস্টে ভারতের প্রস্তুতিতে কাঁটা বৃষ্টি

আইএসএলে অষ্টম ম্যাচে প্রথম জয় ইস্টবেঙ্গলের ৮

কলকাতা ৩০ নভেম্বর ২০২৪ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.11.2024, Vol.18, Issue No. 169, 8 Pages, Price 3.00

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকাকে বার্তা দিল্লির

ধৃত চিন্ময়কৃষ্ণের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে চাপ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আবার উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা উদ্বেগজনক। আশা করব সে দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে।' সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-সহ বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিম কট্টরপন্থীদের ধারাবাহিক হামলার অভিযোগ উঠছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকারের পুলিশের হাতে সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, 'আশা করব চিন্ময়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার হবে। তাঁর আইনি অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।' তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য বন্ধ হবে না বলে জানান তিনি।

গত ৫ অগস্ট জনবিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা। সেই থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা সংশয়। সে দেশে ধারাবাহিক ভাবে হিন্দুদের বসতি এবং মন্দিরে হামলার ঘটনাও ঘটছে।

এই আবহে বৃহস্পতিবার বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংহ সংসদে বিবৃতিতে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বিগত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন হিন্দু মন্দির এবং বিগ্রহের উপর হামলা এবং ভাঙচুরের রিপোর্ট আসছে। ভারত সরকার এই ধরনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তার মধ্যে রয়েছে এই বছরের দুর্গাপুজো চলাকালীন ঢাকার তাঁতিবাজারের মণ্ডপে আক্রমণ, সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে ডাকাতির মতো ঘটনা। বাংলাদেশ সরকারকে ভারত বলতে চায়, তারা সে দেশে বসবাসকারী হিন্দু এবং সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক এবং তাদের প্রার্থনার জায়গা নিরাপদ রাখুক।' এ বার সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে ঢাকাকে বার্তা দিল বিদেশ মন্ত্রক।

গ্রেপ্তার ২ শিষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারিতে উত্তাল বাংলাদেশ। এর মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন প্রভুর দুই হিন্দু শিষ্য। জেলে তাঁকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এর পরই ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

সন্দীপ-সহ ৫ জনের নামে চার্জশিট দাখিল সিবিআইয়ের

সরকারি অনুমোদন না মেলায় গৃহীত হল না চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেলেনি সরকারি অনুমোদন। আদালতে গৃহীত হল না আরজি কর দুর্নীতির চার্জশিট। শুক্রবার আলিপুর আদালতে সন্দীপ রায়-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। জানা গিয়েছে, তা জমা পড়লেও গৃহীত হয়নি। জানা গিয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে গেলে সরকারের অনুমোদন মেলেনি। আর্থিক দুর্নীতির মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ সরকারি কর্মচারী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আশিস পাণ্ডে সরকারি চিকিৎসক। সেক্ষেত্রে দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের আগে দরকার সরকারি অনুমোদন। সেই ছাড়পত্র না নিয়েই আদালতে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ফলে তা জমা হলেও গৃহীত হল না।

সূত্রের খবর, শুক্রবার আলিপুর আদালতে ১০০ পাতার বেশি চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে ১০০০ পাতার নথিও জমা করেন তাঁরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম রয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। এ ছাড়াও এই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া আরও চার জনের নামও চার্জশিটে রয়েছে বলে খবর।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সন্দীপ। টানা কয়েক দিন সিবিআই দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে এই মামলার সূত্র ধরে বিপ্লব সিংহ, আফসার আলি এবং সুমন হাজরাকেও গ্রেপ্তার করেছিলেন তদন্তকারীরা। এই মামলায় শেষ গ্রেপ্তার আশিস পাণ্ডে। তৃণমূলের এই ছাত্রনেতা সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি হাসপাতালে 'হুমকি সংস্কৃতি'তে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

আরজি করের চিকিৎসক তরুণীর খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের পর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির তথ্য সামনে আসে। ২৩ অগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে উঠে আসে একের পর এক আর্থিক বেনিয়মের তথ্য। ২ সেপ্টেম্বর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সেই দিন একই মামলায় সন্দীপের সঙ্গে বিপ্লব সিং, সুমন হাজরা, আফসার আলিকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদের মধ্যে আফসার, সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কাজ করতেন বলে জানা যায়। তদন্ত এগোনোর পর অক্টোবর মাসের শুরুর দিকে আশিস পাণ্ডে নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তিনি সন্দীপের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। আশিসের বিরুদ্ধে 'থেট্র কালচারে'র অভিযোগ তুলেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

ধৃতদের বিরুদ্ধে হাসপাতালে টেন্ডার দুর্নীতি, মেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ে আর্থিক অনিয়ম, হাসপাতালের মর্গেও একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের পর পাঁচজন অভিযুক্ত ও তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। তবে তা গ্রহণ করা হয়নি।

আদানি, সম্ভল ইস্যুতে ফের ভণ্ডুল সংসদের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: পাঁচদিন হয়ে গেল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। এখনও সেভাবে কাজের কাজ কিছুই হল না। শুক্রবার পঞ্চম দিনও মুলতুবি হয়ে গেল অধিবেশনের দুই কক্ষই। অধিবেশন ফের বসবে আগামী সোমবার।

শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে সংসদে হট্টগোল পাকানো শুরু করেছে কংগ্রেস। সঙ্গে যোগ দিয়েছে কয়েকটি বিরোধী দলও। যার জেরে এ পর্যন্ত সেভাবে সংসদ চালানোই যায়নি। শুক্রবারও অধিবেশন শুরুর পরই কংগ্রেস সাংসদরা আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সঙ্গে যোগ দেয় অন্য কয়েকটি বিরোধী দল। তৃণমূল সেই ইস্যুতে বিক্ষোভে যোগ দেয়নি। এদিকে সম্ভলের মসজিদে সমীক্ষার সময় হিংসার প্রসঙ্গ তুলে সরব হয় সমাজবাদী পার্টিও। ফলে সম্মিলিত বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে সংসদের দুই কক্ষই সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি করে দিতে হয়। এদিন অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় সংসদে বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনা বা বিবৃতির সম্ভাবনা সোমবার পর্যন্ত খারিজ হয়ে গেল।

তৃণমূল শুরু থেকেই বলে আসছে আদানি ইস্যুতে তাঁরাও আলোচনার পক্ষে। কিন্তু কোনও একটা বিষয় নিয়ে সংসদ অচল করে রাখার পক্ষে রাজ্যের শাসকদল নয়। বৃহস্পতিবারই তৃণমূলের দুই কক্ষের নেতারা, লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে সংসদের দুই কক্ষ সচল করার কথা বলেন। সংসদ অচল করে রাখার জন্য বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই শিবিরকেই নিশানা করে রাজ্যের শাসকদল। এদিনও আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভে যোগ দিতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে।

এদিকে, সংসদে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেও ইন্ডিয়া জোটে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তৃণমূলের সমন্বয় অব্যাহত রয়েছে। এদিন সংসদের বাইরে আপের বিক্ষোভে যোগ দেন তৃণমূল সাংসদরা। দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সহ একাধিক ইস্যু তুলে এদিন সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখান আপ সাংসদরা। সেই বিক্ষোভে যোগ দেন সাগরিকা ঘোষ, নাদিমুল হকের মতো তৃণমূল নেতারাও।

রোহিণীর স্কুলে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: দিল্লির প্রশান্ত বিহারে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বোমাতঙ্ক ছড়াল রোহিণী এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শুক্রবার ইমেলে হুমকিবার্তা পায় রোহিণীর ওই স্কুল। হুমকি দেওয়া হয়, বোমা মেরে স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর এই হুমকিবার্তা পাওয়ার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে স্কুলে আসে পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড। আসে দমকলও।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'

সুরাত, ২৯ নভেম্বর: সিবিআই অফিসার হিসাবে পরিচয় দিয়ে গুজরাতের এক বৃদ্ধের কাছ থেকে এক কোটি টাকা হাতিয়ে নিলেন সাইবার অপরাধীরা। ১৫ দিন ধরে বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' করে রেখে এই টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি গুজরাতের সুরাতের। সুরাতের অপরাধদমন শাখা জানিয়েছে, এই ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চিনের একটি দলের সঙ্গে কাজ করতেন ওই পাঁচ জন। তবে মূল চক্রী পার্থ গোপানির এখনও কোনও হদিশ মেলেনি। পুলিশ মনে করছে কম্বোডিয়ায় পালিয়েছেন গোপানি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

মহারাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে মৃত ১০ জন

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রে বাস উল্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ১০ যাত্রীর। আহত প্রায় ৩০ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ভান্ডারা থেকে গোন্দিয়া যাচ্ছিল বাসটি। পথে গোন্দিয়া জেলায় বিন্দ্রবন টোলা গ্রামে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে সেটি।

পুলিশ জানিয়েছে, গোন্দিয়া-আরজুনি সড়ক ধরে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে যায়। স্থানীয়েরা দুর্ঘটনাস্থলে জড়ো হন। থানায় খবর দেওয়া হয়। ক্রেন দিয়ে বাসটি সোজা করার চেষ্টা করা হয়। তার মাঝেই বাসে আটকে থাকা যাত্রীদের টেনে বার করা হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে আট জনের। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ৩০ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আহতদের চিকিৎসার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি এক্স (সাবেক টুইটার)-এ জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হোক। কারও অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নাগপুরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য গোন্দিয়ার জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

দুর্ঘটনায় আহত ৩০

শিশুশ্রমমুক্ত বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের নিরন্তর নজরদারিতে শিশু শ্রমিকমুক্ত হলা বাংলা। শুক্রবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি জানান চলতি বছর সারা রাজ্যে একজনও শিশু শ্রমিকের সন্ধান মেলেনি। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শিশু স্রমিকের সংখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করে এক বিধায়ক। প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, অভিযান চালিয়ে বিগত বছর গুলিতে শ্রম দপ্তরেরে আধিকারিকরা কিছু শিশু শ্রমিক উদ্ধার করলেও চলতি বছরে এখনো পর্যন্ত কোনো শিশু শ্রমিক উদ্ধার হয়নি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

আদানি 'ঘুষকাণ্ড' নিয়ে বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং সাত জনের বিরুদ্ধে আমেরিকার আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে এ বার মুখ খুলল নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, আদানিদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আমেরিকা এখনও যোগাযোগ করেনি। কোনও অনুরোধও করা হয়নি।

শো কজের জবাবে দুঃখপ্রকাশ করেও কল্যাণকে আক্রমণ হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের শো কজের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জবাব সম্বলিত চিঠি তুলে দেন তিনি। হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, শো কজের তিন পাতার জবাবি চিঠিতে বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি দলের ক্ষতি চান না। কাউকে আঘাত করতেও তিনি চাননি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর পরেও দল পদক্ষেপ না-করায় আবেগতাড়িত হয়ে কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন। কেন তাঁকে ওই সব কথা বলতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা তিন পাতার চিঠিতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন।

প্রকাশ্যে অবশ্য সুর নরমের ইঙ্গিত দেখাননি হুমায়ুন। বরং শুক্রবারও তৃণমূলের এই 'বিদ্রোহী' বিধায়ক দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। বলেন, 'কেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শো কজ করা হবে না, কেন তাঁকে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির মুখোমুখি হতে হবে না?' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে আক্রমণ করলেও কেন কল্যাণকে শো কজ করা হয় না, সেই প্রশ্নও তোলেন হুমায়ুন।

বুধবার হুমায়ুনকে শো কজ করেছিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার হুমায়ুন বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তার পর তিনি নিজেই জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তাড়াতাড়ি শো কজের চিঠির জবাব দিতে বলেছেন। শাসকদল সূত্রে জানা গিয়েছিল, তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে দল নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার কারণে এই পদক্ষেপ করা হয়। প্রথমে ইমেলের মাধ্যমে শো কজ করা হয়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় শো কজের চিঠি হাতে পান হুমায়ুন।

সম্প্রতি হুমায়ুন বলেছিলেন, 'আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা মানি। তৃণমূল যদি আগামী দিনে আমায় টিকিট না দেয়, বেঁচে থাকলে অপকর্মের জবাব দেব।' বিধানসভার সামনে দাঁড়িয়ে একই কথা বলেছিলেন তিনি।

অন্যান্য বছরকে ছাপিয়ে যাবে এবারের বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন

বিজিবিএস-এর বৈঠকে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন অন্যান্য বছরের শিল্প সম্মেলনকে ছাপিয়ে যাবে। শুক্রবার বিজিবিএস-এর প্রস্তুতি বৈঠকে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের সম্মেলনে থাকছে আরও বেশ কিছু চমক। জাপান থেকে বড় বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে। প্রস্তুতি বৈঠকে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, জাপান থেকে বড় প্রতিনিধি দল আসছে আগামী বাণিজ্য সম্মেলনে। জাপানের বেশ কয়েকটি বড় সংস্থা এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প, পর্যটন, চর্ম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা বেশি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আলিপুরে সৌজন্য প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করতে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছর ২১ ও ২২ নভেম্বর বিজিবিএস-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এ বছর কোনও বাণিজ্য সম্মেলন করা হচ্ছে না রাজ্যে। পরিবর্তে আগামী বছরের শুরুতেই ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি নিউ টাউনে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এ বারের সম্মেলনকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে।

রাজ্যে পর্যটন শিল্পে উন্নতির দিকেও রয়েছে বিশেষ নজর। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবারের বৈঠকে জানান, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য অন্য রাজ্যের পরিচালক এবং প্রযোজকদের এ রাজ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাঁদের সামনে বাংলার রূপকে তুলে ধরার জন্য একটি ডকুমেন্টারি বানানো হয়েছে। ডকুমেন্টারি নির্মাতা পরিচালক গৌতম ঘোষ। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের তরফে বরাবরই দাবি করা হয়েছে লগ্নির সেরা গন্তব্য বাংলা। আসন্ন সম্মেলনেও বণিকমহলের সামনে সেই বার্তা নিয়েই ঝাঁপাবে রাজ্য বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

জিডিপি বৃদ্ধির হার আড়াই বছরে সর্বনিম্ন

বৃদ্ধির হার আরও কমে ৫.৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: নিম্নগামী হওয়ার পূর্বাভাস মিলেছিল আগেই। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) জিডিপি-র অধোগতি যে নজির গড়বে, তার আঁচ দিতে পারেনি কোনও সমীক্ষা সংস্থা।

শুক্রবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস (এনএসও) প্রকাশিত তথ্য বলছে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ। গত আড়াই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত অর্থবর্ষের (২০২৩-২৪) একই ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.১ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। এর আগে অতিমারি-পরবর্তী পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ। প্রসঙ্গত, গত অর্থবর্ষের প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকে দেশের জিডিপি বেড়েছিল ৮ শতাংশের বেশি। শেষটিতে ছিল ৮ শতাংশের কাছাকাছি। তার পরেই চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ গত এপ্রিল-মে-জুনে বৃদ্ধির হার নেমে আসে ৬.৭ শতাংশে। এ বার তা আরও নিম্নগামী হল।

তবে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে চিনের জিডিপি বৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশ হওয়ায় ভারতই রয়ে গেল আন্তর্জাতিক লেখচিত্রে পয়লা নম্বরে। যদিও ভারতের তুলনায় চিনের অর্থনীতির কলেবর অনেক বড়। ফলে বৃদ্ধির হারের শতাংশের হিসাবে সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৬৮৯ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Chatterjee S/o. Siddheswar Chatterjee ও Samir Kr. Chattopadhyay S/o. S. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৬৮১ নং এফিডেভিট বলে Ranjan Bahak S/o. Kartik Bahak ও Ranjan Kr. Bahak S/o. K. Bahak সাং মামুদপুর, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সবুজ মন্ডল ২৫/১১/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সবুজ মন্ডল ও সবুজ সেখ ও আমার পিতা সাহানওয়াজ মন্ডল ও সানু সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি। চাপড়া, বাঙ্গালঝি নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি সাহিন মন্ডল ২৫/১১/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা সাহানওয়াজ মন্ডল ও সানু সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। পিতা বর্তমানে মৃত। চাপড়া বাঙ্গালঝি নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি সাহিন মন্ডল ২৫/১১/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সাহিন মন্ডল ও সাহিন সেখ ও আমার পিতা সাহানওয়াজ মন্ডল ও সানু সেখ (পিতা- বর্তমান মৃত) উভয়ে একই ব্যক্তি। চাপড়া বাঙ্গালঝি নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি সুজয় সাধুখাঁ, পিতা- বরুন সাধুখাঁ, নিবাস আমপুলীয়া পাড়া নবদ্বীপ, নদীয়া গত ২৭/১১/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ ফাস্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে Affidavit বলে আমি Sujay Sadhukhan এবং Sujoy Sadhukhan একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সবত্র পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Akinulla S/o. Tokajjoban Mondal of Vill- Barachandghar Uttarpara, P.o.- Barachandghar, P.S.- Kaliganj, Dist- Nadia West Bengal Pin-741156, my father's name is Tokajjoban Mondal has been recorded in my Aadhaar Card being No. 7028 9787 6960 and in my father's Voter Id Card being No. MVQ2584225. My father's name has been recorded as Mohammad Tukai Sekh in my Voter Id Card being No. THC1113299. Berhampore SDEM(S) being affidavit No. 1749 Dt. 22/11/2024. My father Tokajjoban Mondal and Mohammad Tukai Sekh is the same and Identically one.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে নভেম্বর। ১৪ ই অগ্রহায়ণ। শনি বার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে তুলা রাশি, অষ্টত্তরী বুধ র মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে।

(আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। অমাবস্যা তিথি র নিশি পালন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Chowdhury Badrunnessa, daughter of Chowdhury Badurdaza, residing at Nalhati, Birbhum, West Bengal - 731220, hereby declare that my name was incorrectly mentioned as Badrunnesa Ahammad in my Class 10 board results which I have done from "National Institute of Open Schooling". The correct name is Chowdhury Badrunnessa. I have made an affidavit for the same, and any concerns regarding this correction can be addressed to me.

NAME CHANGE

I ABINASH KANSAL, Son of Gajendra kumar kansal residing at B6 T.K. Flora Apartment, 567, P. Majumdar road, Haltu, Kolkata - 700078, W.B hereby declare that inadvertently my father's name has been recorded in my Eduction certificates & Birth Certificate as Gajendra kansal in place of his correct name Gajendra kumar kansal the authority concerned should be rectified it.That Gajendra kumar kansal and Gajendra Kansal is the same and one identical person i.e my father. vide affidavit at 20/11/ 2024 before the notary public at kolkata.

Change of Name

I, **BIBEK DAS** S/o Late **PURUSOTTAM** residing at Vill & Post : Salua, P.S.- Kharagpur (Local), Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721145, WB shall henceforth be known as **BIBEK DAS** S/o Late **PURUSOTTAM DAS** as declared In the Court of the LD. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur vide Affidavit No. 6403/16, dated : 28/ 11/2024. **BIBEK DAS** S/o Late **PURUSOTTAM** and **BIBEK DAS** S/o Late **PURUSOTTAM DAS** both are same and identical person.

Change of Name

I, **MANJU RANI DAS** W/o Kishor Das, residing at C/o Panchanan Mitra, Holding No.- 320/7, New Town, P.O. - Inda, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721305, West Bengal shall henceforth be known as **MANJURANI** as declared Before the Notary Public at Kharagpur vide Affidavit No. N/08, dated : 27/ 11/2024. **MANJU RANI DAS** and **MANJURANI** both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Mithu Ghosh, W/O- Sri Bapi Ghosh & D/O- Late Birendra Nath Sarkar, R/O- Permanently of Durgapur Road, Panihati, North 24 Parganas, Ghola Bazar, Pin- 700111 & Presently residing at 67/C, Hospital Link Road, Kolkata-700075 declare that my actual name is Mithu Ghosh but inadvertently in few of my official documents like LIC Policy being No.578964735 my nick name has been written & recorded as Anjana Ghosh. So, Mithu Ghosh & Anjana Ghosh is the same & one identical per person vide affidavit no.3630, from judicial magistrate Kolkata on 25/11/2024.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIT No. 16/15thCFC /Shikarpur /2024-25,** Last date of submission **09.12.2024 up to 6pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

LOST & FOUND

আমি শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় ভুঁবনমোহন ঘোষ, ঠিকানা ২২/২, কুমারপাড়া রোড, পোস্ট অফিস- লিলুয়া, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া। এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে গত ১৭/০৯/১৯৯১ তারিখে ১ নং বইয়ে নথিভুক্ত ৪৮৮৫ নং ও১৯৯০ সালে ৫৬৬৭ নং আসল দলিলটি গত ১৮/০২/১৪ তারিখে হারাইয়া গিয়াছে। যাহার জিডি নং ১৩৩২ থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়াতে নথিভুক্ত আছে।

E-TENDER

Sealed tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 562/MGP/2024,** Last date of application **04.12.2024 up to 3p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভুমি দপ্তরের ১০০০-১৫/২২/২০২৪ নং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশমুলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

আমি শ্রী মধুসুদন দাস, পিতা শ্রী গুরুপদ দাস, সাকিন সন্ধ্যাদাস পাড়া, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয় গত ১০/১২/২০১৩ তারিখে I-9969/13 নং দলিল বলে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রী শম্ভু নন্দী, পিতা শ্রী খোকন নন্দী, সাকিন সন্ধ্যাদাস পাড়া, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত আমমোক্তার গত ০৯/০৫/২০১৪ তারিখে I-3415/14 নং দলিল বলে কোবালা গ্রহীতা ১) শ্রী রাজ কুমার হালদার, পিতা শ্রী শ্রীদাম হালদার, ২) শ্রীমতি মালা হালদার, স্বামী শ্রী রাজ কুমার হালদার, সাকিন কাঁঠালপোতা (কলমবাগান) জে.কে. সাহা লেন, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়কে উক্ত জমি বিক্রয় করে।

বিক্রীত সম্পত্তির তপশীল পরিচয়

জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালী সাবরেজিষ্ট্রী অফিস কৃষ্ণনগর এলাকাধীন কালেক্টরীর হাল ৭ নং তৌজির মহলে পরগনা মহৎপুর ৯৭ নং মৌজা সোম্দা মধ্যে বর্তমান মালেক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে নদীয়া কালেক্টর অধীনে আর.এস ৮০০, এল.আর ১৮০০ পরিবর্তিত এল.আর ৭৫১/১ নং খতিয়ানভুক্ত যে রায়তি স্বত্বের জমা লেখা যায় তন্মধ্যে আর.এস ও এল.আর ৭৬১ নং দাগে ১০ শতক তন্মধ্যে ০৫ শতক জমি বিক্রীত। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো রুপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যাথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

জেলা হুগলী
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ০৮/২০২৪

দরখাস্তকারী ঃ-
তন্ময় কুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত বাসুদের ভট্টাচার্য্য, সাকিম গ্রাম- অপূর্বপুর, পোঃ সিঙ্গুর, থানা ঃ সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৪০৯।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উমা মুখার্জ্জী, পিতা মৃত সতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী অবিবাহিত অবস্থায় বিগত ইংরাজী ২৮.০১.২০২২ তারিখে এবং অঞ্জলী চ্যাটার্জ্জী, পিতা মৃত সুকুমার চ্যাটার্জ্জী অবিবাহিত অবস্থায় বিগত ইংরাজী ২৯.১২.২০২২ তারিখে পরলোক গমন করেন, তাহাদের জীবদ্দশায় ত্যক্ত জয়েন্ট এস.বি. এ্যাকাউন্টে যাহার নং- ৭১৫১৫৪৬৩৭৯ চন্দননগর পোষ্ট অফিসের ৩,৭৩,৪৯৩ টাকা সুদ সহ টাকার উপর স্যাকশেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

রমেশ তেওয়ারী
এ্যাডভোকেট

সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
২০.০৮.২০২৪
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমাদের মক্কেল ১। শ্রীমতী সঙ্গীতা চঁন্দ, স্বামী - শ্রী শ্রীকান্ত চঁন্দ, পেশা - গৃহস্থালী, ২। শ্রীমতী রবিনা চঁন্দ, স্বামী - শ্রী সন্টু চঁন্দ, পেশা- গৃহস্থালী, উভয়ের সাকিম ও পোঃ - কেজাকুড়া, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২১৩৯, উভয়ের জাতি- হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক গত ইং ০৪/১০/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R. Office এর 010203708 নং কোবালা দলিল মূলে ১। শ্রীমত্যা ভারতী বক্সী, স্বামী - স্বর্গীয় মৃনালকান্তি বক্সী, পেশা - গৃহস্থালী, ২। শ্রী অনিমেষ বক্সী, পিতা - শ্রী মৃনালকান্তি বক্সী, পেশা- ব্যবসা, ৩। শ্রীমতী সুস্মিতা বক্সী (দাস), স্বামী - শ্রী গৌতম দাস, পেশা - চাকুরী, ৪। কল্পনা বক্সী, পিতা - স্বর্গীয় নিমাই চাঁদ বক্সী, পেশা - চাকুরী, ৫। শ্রী প্রানেশ বক্সী, পিতা - স্বর্গীয় নিমাই চাঁদ বক্সী, পেশা - চাষাদী, ৬। শ্রীমত্যা ছায়া বক্সী, স্বামী - স্বর্গীয় পবিত্র বক্সী, পেশা- গৃহস্থালী, ৭। শ্রী কুনাল বক্সী, পিতা - স্বর্গীয় পবিত্র বক্সী, পেশা- চাষাদী, সর্ব্বসাকিম, পোঃ, ও থানা- ছাতনা, জেলা - বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৭ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ০৮/১০/২০২১ তারিখে বাঁকুড়া অতিরিক্ত জেলা অবর-নিবন্ধক অফিসের ১ নং বহির ০১০২০৩৫৯৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী প্রশান্ত মুখার্জ্জী, পিতা - শ্রী গোপাল মুখার্জ্জী, পেশা - ব্যবসা, সাকিম - জমাদারপাড়া, ছাতনা, পোঃ ও থানা - ছাতনা, জেলা - বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২১৩২। ৮। শ্রী প্রদীপ কুমার বক্সী, পিতা- স্বর্গীয় নিমাইচাঁদ বক্সী, পেশা - চাষাদী, ৯। শ্রীমতী যুথিকা সেনগুপ্ত (বক্সী), স্বামী - শ্রী আর্য্য বক্সী, (পিতা স্বর্গীয় নিমাইচাঁদ বক্সী), পেশা - গৃহস্থালী, উভয়ের সাকিম ও পোঃ - ছাতনা, থানা- ছাতনা, জেলা - বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২১৩২। উক্ত ৮ ও ৯ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ১৬/১১/২০২১ তারিখে বাঁকুড়া অতিরিক্ত জেলা অবর-নিবন্ধক অফিসের ১ নং বহির ৪১২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী প্রশান্ত মুখার্জী, পিতা- শ্রী গোপাল মুখার্জ্জী, পেশা - ব্যবসা, সাকিম - জমাদারপাড়া, ছাতনা, পোঃ ও থানা-ছাতনা, জেলা - বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২১৩২, সর্ব্বজাতি - হিন্দু, ভারতীয় নাগরিককে নিম্ন বর্ণিত জমিন যথা- ১ নাগাদ ৩ নং দাতা-দাত্রীগনের তপশীল:- ১। জেলা চৌকি কালেক্টারী রেজিষ্ট্রী ও সাব-রেজিষ্ট্রী বাঁকুড়া থানা ছাতনা সামীল থানাওয়ার ১১২ নং লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল.আর. মাপের ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬ একশত ছিয়াশী নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.০৮ একর মধ্যে আমাদের প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০.০০৪৪৫ একর। ৪ ও ৫ নং দাতা-দাত্রীগনের তপশীল:- ২। জেলা চৌকি কালেক্টারী রেজিষ্ট্রী ও সাব-রেজিষ্ট্রী বাঁকুড়া থানা ছাতনা সামীল থানাওয়ার ১১২ নং লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল,আর, মাপের ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬ একশত ছিয়াশী নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.০৮ একর মধ্যে আমাদের প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০.০০৯ একর। ৬ ও ৭ নং দাতা-দাত্রীগনের তপশীল:- ৩। জেলা চৌকি কালেক্টারী রেজিষ্ট্রী ও সাব-রেজিষ্ট্রী বাঁকুড়া থানা ছাতনা সামীল থানাওয়ার ১১২ নং লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল.আর. মাপের ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬ একশত ছিয়াশী নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.০৮ একর মধ্যে আমাদের প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০.০০৪৫ একর। ৮ নং দাতার তপশীল:- ৪। জেলা চৌকি কালেক্টারী রেজিস্ট্রী ও সাব-রেজিস্ট্রী বাঁকুড়া থানা ছাতনা সামীল থানাওয়ার ১১২ নং লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল.আর. মাপের ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬ একশত ছিয়াশী নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.০৮ একর মধ্যে আমার প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০.০০৫০ একর। ৯ নং দাতার তপশীল:- ৫। জেলা চৌকি কালেক্টারী রেজিষ্ট্রী ও সাব-রেজিষ্ট্রী বাঁকুড়া থানা ছাতনা সামীল থানাওয়ার ১১২ নং লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল.আর. মাপের ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬ একশত ছিয়াশী নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.০৮ একর মধ্যে আমার প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০.০০৭০ একর। একুনে সর্ব্বমোট ২.৯৯৫ শতক বা ০.০২৯৯৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্যের প্রমান লইয়া আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ছাতনা বি. এল. এ্যান্ড এল.আর, ও অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথায় আমাদের মক্কেল তাহারা নিজ নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Apurba Kumar Goswami,
(Advocate)
District & Sessions Judges Court
Enrol No.-F601/585

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সুনীল মন্ডল, পিতা স্বর্গীয় রাজেশ্বর মন্ডল, সাং বি-১৪/৩৩৪, কল্যাণী, পোষ্ট ও থানা কল্যাণী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১২৩৫। নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরেজি ০৯/০২/২০২২ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ৪১ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ঃ- জেলা নদীয়া, থানা চাকদাহ, মৌজা ৫২ নং বীরপাড়া। খতিয়ান নং - এল. আর ১০২৩, দাগ নং- এল.আর ১০৪৩, জমির পরিমান ৪৩ শতক

আমার মক্কেল শ্রী অনির্বান ব্যানার্জি, পিতা- সমীরন ব্যানার্জি, সাকিম-দক্ষিনায়ন সিমলা, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী, পিন-৭১২১০২, চুঁচুড়া, আর.এস.-এর বাসিন্দা। গত ২১.১০.২০২৪ তারিখে চন্দননগর আদালত মহল্লায় একটি দলিল হারিয়ে যায় যার নম্বর ১৭৯৯/১৯৩৩, ভল্যুম নম্বর ২৩, পাতা নম্বর ১৩০ হইতে ১৩৩। যেটি হরিনারায়ন ব্যানার্জির নামে নথিভুক্ত, যেটির G.D.E. No. 1837, Date 27.11.2024। উক্ত দলিলটি কেহ পাইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। নচেৎ কর্তৃপক্ষের কোন দায় থাকবে না।

তুহিন কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত
মোবাইল-৯০৫১৩৫১৬৫১

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী সুশীল সরকার, পিতা শ্রী কালিপদ সরকার, সাং জঙ্গল, পোঃ-মদনপুর, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া নিম্নতপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহা আমি বিগত ২৯/০২/২০১৬ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর অফিসে IV নং বহির ৭১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আনন্দ দাস এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ঃ-জেলা নদীয়া, থানা চাকদাহ, মৌজা ৩৯ নং প্রিয়নগর এল.আর খতিয়ান ৫৪৬৯, আর.এস ও এল.আর দাগ ৪০৫/৯৬৭, জমির পরিমান ৬.৬ শতক জমি।

প্রসেনজিৎ সরকার, আলাইপুর, চাকদহ, নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী রাম চন্দ্র রায় চৌধুরী পিতা ৺হরি প্রসাদ রায় চৌধুরী সাকিম সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২২১৩, বিগত ইং 16/01/2018 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-119/2018 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী বরুণ কুমার দাস ওরফে বরুণ দাস** পিতা শ্রী আনন্দ নাথ দাস সাকিম পান্ডুয়া কামারপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 13/11/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3839/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমি **শ্রীমতী রীতা দাস** স্বামী বরুণ কুমার দাস ওরফে বরুণ দাস সাকিম পান্ডুয়া কামারপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, সিমলাগড় মৌজায়, ৫১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৪৮৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ১২০১ নং দাগে শালি জমি, যোল আনায় ২৮ শতকের মধ্যস্থলে ০৫ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী রীতা দাস** স্বামী বরুণ কুমার দাস ওরফে বরুণ দাস, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **বরুণ কুমার দাস ওরফে বরুণ দাস**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অনন্ত কুমার দাস ওরফে অনন্ত দাস পিতা ৺সাধন চন্দ্র দাস **২)শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস** স্বামী শ্রী অনন্ত কুমার দাস ওরফে অনন্ত দাস উভয়ের সাকিম বড় খেজুরিয়া, পোঃ অ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২১, দাতাগন বিগত 2016 সালে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0277/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পরিমল দাস** পিতা শ্রী অনন্ত কুমার দাস ওরফে অনন্ত দাস সাকিম বড় খেজুরিয়া, পোঃ অ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 04/10/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8442/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মহঃ আজাদ** পিতা মরহুম মহঃ আলি রাজা **২)মেহেরুন্নেশা বিবি** স্বামী মহঃ আজাদ উভয়ের সাকিম বড়পাড়া, ডিঙ্গলহাট, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০২, মহাশয়/মহাশয়াকে কোবালা দলিল মূলে ০১ কাঠা বা ১.৬৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ডিঙ্গলহাটি, 44 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 4 ও 479 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 344 নং দাগে শালি জমি যোল আনায় ৯৭ শতকের মধ্যে 4 নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা বা ১.৬৫ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)মহঃ আজাদ** পিতা মরহুম মহঃ আলি রাজা **২)মেহেরুন্নেশা বিবি** স্বামী মহঃ আজাদ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা

লিখিতং ঃ আমি নারায়ন ঘোষ, পিতা মৃত চিন্তাগরন ঘোষ সাং আলাইপুর মাঠপাড়া, পোঃ- আলাইপুর, থানা চাকদহ, জেলা নদীয়া, নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আমি বিগত ০৬/০৯/২০১৩ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস. আর অফিসের IV নং বহির ২৩৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারমানা দলিল মূলে অরিন্দম চক্রবর্তী এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

তপশীল সম্পত্তির পরিচয় ঃ- জেলা - নদীয়া, থানা - চাকদহ, মৌজা - ৯৯ নং তেঘরী, এল. আর খতিয়ান ৩৯৮/১, আর.এস ও এল.আর দাগ ১০২, জমির পরিমান ৪৬ শতক জমি, এল.আর খতিয়ান ৩৯৩, আর.এস ও এল.আর দাগ ১১১, জমির পরিমান ১৯ শতক জমি এবং ৯৮ নং উচিৎপুর মৌজা, এল.আর ৪৫৯ নং খতিয়ান, আর.এস ও এল.আর দাগ ৪৯১, জমির পরিমান ৪৯ শতক জমি। দুইটি মৌজায় তিনটি দাগে মোট ১১৪ শতক জমি।

প্রসেনজিৎ সরকার,
আলাইপুর, চাকদহ, নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী পল্লবী সেনগুপ্ত স্বামি শ্রী মানস চক্রবর্তী সাকিম ময়নাডাঙ্গা, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, বিগত ইং 01/02/2013 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-036/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুব্রত দাস** পিতা গোপী নাথ দাস সাকিম মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/11/2014 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5165/2014 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা ৺সুশীল চন্দ্র দে সাকিম এস.টি নং-২৭, কোয়ার্টার ৩৬/বি, পোঃ + থানা চিত্তরঞ্জন, জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৩১, মহাশয়কে আশ্রয় এ্যাপার্টমেন্টে, ফ্ল্যাট নং ডি-4, কমবেশী কভার্ড এরিয়া 418 Sq.ft. ও সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 501 Sq.ft. ও 20 Sq.ft. বিশিষ্ট একটি টু হুইলার পারকিং স্পেস বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, 16 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 4916 নং খতিয়ানে, সাবেক 1716 তথা হাল এল.আর. 2059 নং দাগে বাস্ত জমি 08 ডেসিম্যাল আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে ইহার উপর অবস্থিত আশ্রয় এ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী শুভঙ্কর দে** পিতা ৺সুশীল চন্দ্র দে উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী নন্দগোপাল মুখার্জ্জী পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র মুখার্জ্জী ওরফে নারায়ন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাকিম বোকারো স্টীল সিটি, পোঃ ও থানা ও জেলা বোকারো, পিন ৮২৭০০১ বিগত ইং 02/03/2020 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-0021/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী দেবাশীষ মুখার্জ্জী** পিতা ৺ভোলানাথ মুখার্জ্জী সাকিম গোয়াড়া পশ্চিমপাড়া, পোঃ সিমলাগড়, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 05/05/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3012/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুচরিতা বালা(হালদার)** স্বামী শ্রী বিপ্লব হালদার, সাকিম গোয়াড়া পূর্বপাড়া, পোঃ সিমলাগড়, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, 53 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 257 নং খতিয়ানে, সাবেক 1031 তথা হাল এল.আর. 1168 নং দাগে শালি জমি যোল আনায় 103 শতকের মধ্যে 11 শতক, ইহার মধ্যে 05 কাঠা বা 8.25 শতক আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুচরিতা বালা (হালদার)** স্বামী শ্রী বিপ্লব হালদার, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

শ্রী দেবাশীষ মুখার্জ্জী
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সিদ্ধার্থ চন্দ্র পিতা ৺শক্তি পদ চন্দ্র সাকিম নামাজগ্রাম, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ বিগত ইং 05/10/2020 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0076/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**আলমগীর সরকার** পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সাকিম মটুকপুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 16/11/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6271/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আহাম্মদুল হক চৌধুরী** পিতা আনোয়ারুল হক চৌধুরী, সাকিম কলিসাণ্ডা, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, 104 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 3335 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 1239 নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি যোল আনায় 63 শতক ইহার মধ্যে 5.61 শতক আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আহাম্মদুল হক চৌধুরী** পিতা আনোয়ারুল হক চৌধুরী, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

আলমগীর সরকার
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নৈহাটি বড় মা কালী পূজা সমিতির ট্রাস্ট, ৭১, অরবিন্দ রোড, পো. ও থানা- নৈহাটি, পিন- ৭৪৩১৬৫, উত্তর ২৪ পরগণা।

নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হোল্ডিং নং ৭১, অরবিন্দ রোড, এল. আর. দাগ নং-১৩২৩,১৩২৪,১৩২৬ ও ১৩৩৪, এল. আর. খতিয়ান নং-৮৪০১, মৌজা কাঁঠালপাড়া, জে. এল. নং-০৪, মোট সম্পত্তি ৭.৩১ শতক এবং তৎউপরিস্থিত ১০০ বর্গফুটের পাকা গৃহাদি ইত্যাদি হক হকুক যাহার বর্তমান মালিক দেবিপ্রসাদ বালসারিয়া, পিতা- মৃত দুর্গা প্রসাদ বালসারিয়া, সাং- নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৬৫, বর্তমান সাকিন, ৭৪,কে/১, বন্ডেল রোড, কালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০১৯-এর নিকট হইতে খরিদ্র করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা আর্থিক সংস্থা কাহারো উক্ত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে কোন প্রকার দাবি বা আপত্তি থাকে তাহলে তত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নচেৎ উক্ত সময় অন্তে কাহারো কোন প্রকার দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং উক্ত সম্পত্তি নির্দায় ও নির্দোষ নির্ধারণে আইন মোতাবেক ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হইবে।

মানস সাহা, অ্যাডভোকেট
WB/ 599/2013
8981862574

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি, আমার মক্কেল **শ্রী বিপ্লব গুপ্ত,** পিতা- শক্তি গুপ্ত সাকিন- ভাটিয়া বস্তি কদমা, জামশেদপুর, পূর্ব সিঙ্গভূম, ঝাড়খন্ড, এরপক্ষে এই মর্মে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছি যে,

বিক্রেতাগনঃ-
১) শ্রীমতী শঙ্করী কপাট, স্বামী- স্বপন কপাট। **২) শ্রীমতী সরস্বতী বাগ,** স্বামী- সাগর বাগ সর্ব সাকিন- মুড়ার, থানা- লালগড়, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **৩) শ্রীমতী রেবতী নায়েক,** স্বামী- মন্টু নায়েক সাং- তলপাকুড়িয়া, পোঃ- ডুমুরিয়া শিরীষবনী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **৪) শ্রীমত্যা সাবিত্রী রানি নায়েক,** স্বামী- ৺গজেন্দ্র নায়েক সাকিন- পায়রাকুলি, থানা- গোপীবল্লবপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **৫) ভূষণ নায়েক,** পিতা- ৺উদ্ধব নায়েক। **৬) বুদ্ধেশ্বর নায়েক,** পিতা- ৺অনন্ত নায়েক **৭) শ্রীমতী ইন্দু বালা নায়েক,** স্বামী- রাঙ্গো নায়েক। **৮) অরবিন্দ নায়েক,** পিতা- ৺মন্মথ নায়েক। **৯) চিত্তরঞ্জন নায়েক,** পিতা- ৺মন্মথ নায়েক সর্ব সাং- গোবিন্দপুর, পোঃ- পাথরা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- ঝাড়গ্রাম। **১০) শ্রীমত্যা বাসনা নায়েক,** স্বামী- রাজেন্দ্র নায়েক সাং- নিরঞ্জন বাড়, থানা- খড়গপুর (টাউন) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

জেলা- ঝাড়গ্রাম, সাঁকরাইল থানা অন্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত ১৭২ নং জে.এল. ভুক্ত ৮১,২৬১,৪২৭,৩১৮,৪৩১ নং এল.আর. খতিয়ান এর অন্তর্গত আর. এস ও এল.আর. ১/৫২৪ দাগ ভুক্ত ১ একর ১২ ডেসিম্যাল সম্পত্তি এবং উক্ত মৌজাস্থিত ১৩/১ ও ১৪০/১ খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল. আর দাগ নং ১/৫২৫ দাগ ভুক্ত ১ একর সম্পত্তি সম্পর্কে ঝাড়গ্রাম ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩/২০১৮ নং আমমোক্তার নামা মূলে **শ্রী উদয় দন্ডপাট,** পিতা- শ্রী শংকর দন্ডপাট, সাকিন - শিরোমণি, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয় কে তাঁহাদিগের আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া উপরে লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ১৩.০৫.২০২১ তারিখে সম্পাদিত ADSR ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫১৮/২০২১ নং বিক্রয় কোবালা মূলে উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত **শ্রী বিপ্লব গুপ্ত,** মহাশয় কে ৮,৬৫,৫১৯/- টাকা মূল্যে বিক্রয় পূর্বক হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত দলিল সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিবসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নং এ অথবা রোহিনী B.L. & L.R.O. অফিসে লিখিত ভাবে জানাইবেন।

ফোন নং-৯৭৩২৫৩৮১৬১।

Sk. Manzur (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur,
25/11/24.

AFFIDAVIT

I, DILIP CHOWDHARY son of Deepnarayan Chowdhary, of 30, Rameshwar Malia Lane, Haora, Howrah, Police Station Howrah, West Bengal-711101 as constituted attorney of Arun Chowdhary (also known as Arun Kumar Chowdhary) (hereinafter referred to as **"the Owner"**) do hereby solemnly affirm declare and say that by Power of Attorney dated 18.02.2020 registered with District Sub Registrar-II, Howrah in Book IV Volume No. 0513-2020 Pages 2116 to 2137 Being No. 051300090 for the year 2020.

Arun Chowdhury appointed me as the Constituted Attorney and the said power is valid and subsistence. On the strength of the said power, the property measuring 19 satak comprised in LR Dag No. 1617, Khatian No. 2429 in Mouza Jaladhulagori, JL No. 2, District Howrah was sold to **Merrill Vihar LLP** by registered sale deed being No. 050106241 for the year 2024 registered with District Sub Registrar-I, Howrah in Book I Volume No. 0501-2024 Pages 184526-184552.

That the statements contained above are true and correct.

SOLEMNLY AFFIRMED by me
DILIP CHOWDHARY
on this 22nd day of November 2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখা নিয়ে বিধানসভায় সরব পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা মেটাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা টাকা আটকে রেখেছে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দাবি করেছেন। শুক্রবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যকে আর্থিকভাবে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বিধানসভায় একটি প্রস্তাবের উপর আলোচনা অংশ নেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। সেখানে তিনি তথ্য পরিসংখ্যাণ তুলে ধরে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য বিরোধীরা টাকা নয় ছয়, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট-না দেওয়ার মতো যে সব অভিযোগ তুলছেন তা সত্যি নয়। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ২০১৫-১৬ থেকে ১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত টানা চারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেই ১০০ দিনের কাজে সেরা রাজ্যের তকমা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আবাস প্রকল্পেও রাজ্য সরকারের পাঠানো নথিপত্র গ্রহণ করে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরীর অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। অথচ ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই এই দুই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। এর আগে আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় আনার প্রস্তাবটিকেই রাজনৈতিক বলে দাবি করেন। পাল্টা পরিসংখ্যা দিয়ে তিনি জানান, পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে তুলনায় এনডিএ সরকারের জমানায় অনেক বেশি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছে রাজ্য। আবাস, ১০০ দিনের কাজের মত যেসব প্রকল্পগুলিতে টাকা আটকে আছে তা রাজ্য সরকারের দোষেই আটকে রয়েছে। হয় সেখানে প্রকল্পের হিসেবে গরমিল করা হয়েছে অথবা বরাদ্দ অর্থ ঠিকমতো খরচ করে নিয়মমাফিক ব্যবহারের শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত মন্ত্রী পাল্টা পরিসংখ্যাণ দিলে, তার বিরোধিতা করে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সদস্যরা সভা থেকে ওয়াক আউট করেন। আলোচনা শেষে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বগৃহীত হয়।

শিশু শ্রমিক-মুক্ত বাংলা, দাবি শ্রমমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের নিরন্তর নজরদারিতে শিশু শ্রমিকমুক্ত হল বাংলা। শুক্রবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি জানান চলতি বছর সারা রাজ্যে একজনও শিশু শ্রমিকের সন্ধান মেলেনি। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন এক বিধায়ক। প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, অভিযান চালিয়ে বিগত বছরগুলিতে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা কিছু শিশু শ্রমিক উদ্ধার করলেও চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত কোনও শিশু শ্রমিক উদ্ধার হয়নি। পরিসংখ্যাণ দিয়ে মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা উত্তোরোত্তর কমেছে। ২০২০ সালে অভিযান চালিয়ে ১৪জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। ২০২১ সালে তা নেমে হয় ৬ জন। এরপর ২০২২ সালে ৩ জন, ২০২৩ সালে ১ জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেন সংশ্লিষ্ট কমিটির আধিকারিকেরা। তবে চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের অক্টোবরের ৩১ তারিখ পর্যন্ত একজন শিশু শ্রমিকেরও সন্ধান মেলেনি। এটা বড় সাফল্য। মন্ত্রী জানান, প্রতিনিয়ত আধিকারিকদের নজরদারি চালানো, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন, মালিকদের মিলিত প্রয়াসের ফলেই রাজ্যকে শিশু শ্রম মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যে যাতে কোনও ভাবেই শিশু শ্রমিক না থাকে সেবিষয়ে বিধয়কদের আরও সক্রিয় হওয়ার আবেদন জানান মলয় ঘটক।

প্রতিবছর ১২ই জুন রাজ্যে শিশু শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ১৪ বছরের নিচে সকলের যেকোনও ধরনের কাজ আইনবিরোধী কেবল মাত্র পারিবারিক ব্যাবসা ও অভিনয় থেকে আয়ের ক্ষেত্রে ছাড় আছে। অন্যদিকে, শ্রমমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ২০২১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পে অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যে ২৯০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিল। যেখানে ১২ হাজার ১২১ জন শিশু শ্রমিককে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা চরম সঙ্কটে পড়েছেন।

বাংলার জনগণকে তৃণমূল কংগ্রেস বঞ্চিত করছে: শুভেন্দু

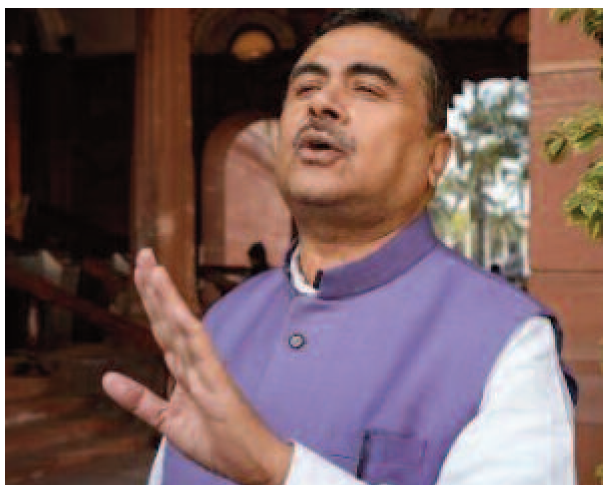

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি নেতারা বারবার তুলে ধরেছেন তৃণমূলের দুর্নীতির 'উপাখ্যান'। এবার একেবারে তথ্য দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার শুভেন্দু জানান, 'তৃণমূলের মালিকরা বারেবারে বলে বিজেপির জমিদাররা ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা কর নিয়েছে। ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার নায্য পাওনা আটকে রেখেছে। ভারত সরকার ২০১৮-১৯ সাল থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত ৬.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছে।' এরপরই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে তিনি বলেন, 'আসলে এরা আগে সেন্ট্রালের শেয়ার নিয়ে অ্যাকাউন্টে রেখে দিত। তার সুদের টাকায় খেলা-মেলা-দান-ভাতা এসব করত। কেন্দ্র এটাকে আটকে দিয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন চালু করেছে।' একইসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, 'যার মধ্যে এরা আসতে রাজি নয়। কারণ এটা তো আলাদা রাজ্য। এখানে আলাদা জাতীয় বাংলা সঙ্গীত রয়েছে, আলাদা পতাকা, আলাদা সংবিধান, পুজো-পার্বনের আলাদা নিয়ম।'

শুধু তাই নয়, চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি আরও একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলায় চালু না হওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন শুভেন্দু। পাশাপাশি বিদ্যমান প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন। খাতায় কাজ হলেও বাস্তবে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে বিদ্ধ করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে ৮২ লক্ষের কাছাকাছি শৌচালয় পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু, কে পেয়েছে শৌচালয় কেউ জানে না। বাংলায় ৮৩ লক্ষের বেশি পিএম কিষাণ পাচ্ছে না। কেন পাঠানো হচ্ছে না নাম? কেন সেন্ট্রাল স্কিমগুলি চালু হচ্ছে না? আপনার কার্ড বাইরে চলে না কিন্তু আপনি কেন আয়ুষ্মান ভারত অন্তত বাইরে চালু করছেন না? বিশ্বকর্মা যোজনা নিয়ে ডিএম-দের দিয়ে মিটিং করাচ্ছেন না। তার কোনও উত্তর নেই।'

পাশাপাশি আবাস নিয়েও শাসকদলকে বেলাগাম আক্রমণ করতে দেখা যায় পদ্ম শিবিরের এই নেতাকে। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর আরও চড়িয়ে বলেন, 'বেলডাঙার এক প্রধান একা ১৭টি বাড়ি নিয়েছেন। কাবিলপুরের প্রধান সাগরদিঘির একা আত্মীয়-স্বজন মিলে ৩৫টি বাড়ি নিয়েছেন। কারণ পঞ্চায়েত মন্ত্রী নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত। এরা বাইরে আছে এটাই আশ্চর্যের। এদের ভিতরে থাকার কথা। প্রত্যেকটা লোক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে। বাংলা বঞ্চিত নয়। বাংলার জনগণকে তৃণমূল কংগ্রেস বঞ্চিত করছে।'

আমতলায় চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বৈঠক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমতলায় চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বৈঠকে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে 'দূরত্ব' তৈরি হয়েছিল, তা মেটাতেই এই বৈঠক। চিকিৎসকদের আন্দোলনের পর এই প্রথম চিকিৎসকদের মুখোমুখি অভিষেক। শনিবার হতে চলেছে এই বৈঠক। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'ডক্টর্স সামিট ২০২৪'।

রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের একাধিক বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে কথা বলবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এদিকে সূত্রে খবর, আমন্ত্রিত চিকিৎসকদের জন্য থাকছে পৃথক প্রবেশপত্র। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে শনিবার আমতলার উদ্দেশে রওনা হবে বাস। হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশন থেকেও বাস ছাড়বে আমতলার উদ্দেশে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মডার্ন মেডিসিন, আয়ুষ মিলিয়ে হাজার চিকিৎসকের সভায় যোগদানের সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সামাজিক মাধ্যমে এই কর্মসূচির পোস্টার ছড়াতে শুরু করে। অভিষেকের 'ডক্টর্স সামিট' ঘিরে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণও তুঙ্গে। 'ডক্টর্স সামিটে'র আয়োজক হিসাবে প্রকাশ্যে উল্লেখ শাসকের তরুণ চিকিৎসক ব্রিগেড। একেবারে গোড়ায় 'ডক্টর্স সামিটে'র আয়োজক হিসাবে নাম ছিল তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক শেখ মিরাজউদ্দিনের। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ পত্রের আয়োজক হিসাবে কার্ড থেকে শান্তনু সেনের নাম বাদ পড়ে। পরিবর্তে আয়োজক হিসাবে কার্ডে নাম ছাপা হয় চিকিৎসক অভীক ঘোষের। কোভিডের সময় ডায়মন্ড হারবারে 'ডক্টর্স অন হুইলস' কর্মসূচি রূপায়ণে সামনের সারিতে ছিলেন এই তরুণ চিকিৎসক।

আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্ডে নাম না থাকলেও আমতলার সভায় সুদীপ্ত রায়দের প্রবেশের উপরে বিশেষ নজর রয়েছে শান্তনু শিবিরের। সূত্রের খবর, অনুগামী চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্যশিবিরে যোগ দিতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক সুদীপ্ত রায়।এখনও পর্যন্ত সদুত্তর আসেনি বলেই খবর। শান্তনু সেন ঘনিষ্ঠ চিকিৎসকদের বক্তব্য, এর আগে ডায়মন্ড হারবার-সহ নবজোয়ারে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে তাঁরা সুশান্ত রায়, অভীক দে'র কোপে পড়েছিলেন। শনিবারের সভার পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অভিষেক পাশে থাকবেন সেই বার্তা পেতেও আগ্রহী শান্তনু সেন ঘনিষ্ঠরা।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অভিষেকের 'ডায়মন্ড হারবার' মডেল আরও একবার নজির গড়বে। কোভিডের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ডায়মন্ড হারবার সব জেলার মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। চিকিৎসকদের আন্দোলনে যখন গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছে, তারপর এই ধরনের একটি বৈঠক স্বাভাবিকভাবেই নজির স্থাপন করবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রাণঘাতী কেমিক্যাল বাংলাদেশ হয়ে এরাজ্যে ঢুকছে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

ঠনিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ইদানিং দাবি করেছেন, সরাসরি খুন না করে সুকৌশলে প্রথম সারির বিজেপি নেতাদের প্রাণে মারার ছক কষেছে নবান্ন। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু-সহ তাঁকে রাশিয়ান কেমিক্যাল প্রয়োগ করে মারার চেষ্টা চলছে। রাশিয়ান কেমিক্যালের আশঙ্কার মধ্যেই নকশাল বাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হল তেজস্ক্রিয় ক্যালিফোর্নিয়াম। যা পরমাণু বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, দার্জিলিং জেলার নকশাল বাড়ি ব্লকের বেলগাছি চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা তৃণমূল নেতা ফ্রান্সিস এক্কা দেশবিরোধী কার্যকলাপের যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা অমৃতা এক্কার স্বামী। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'নকশাল বাড়িতে তৃণমূল নেতা ফ্রান্সিস এক্কার বাড়ি থেকে ক্যালিফোর্নিয়াম উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য এক গ্রামের দাম ১৭ কোটি টাকা। এই তেজস্ক্রিয় মৌল পরমাণু বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।' তাঁর দাবি, এটা এমন একটা কেমিক্যাল মানুষের শরীরে কোথাও স্পর্শ হলে মৃত্যু নিশ্চিত। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, 'এই ধরনের কেমিক্যাল সবচেয়ে বেশি তৈরি হয় রাশিয়াতে। ওখান থেকে বাংলাদেশে আসে। আর বাংলাদেশ থেকে ঢুকছে এরাজ্যে।' এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত। বাংলায় ৩৫৫ কিংবা ৩৫৬ ধারা লাগু করা উচিত। অন্যথায় ২০২৬ সালের পর বাংলায় সনাতনীরা ভোটই দিতে পারবেন না।'

সুজয়কৃষ্ণর মামলায় সিবিআইকেও তীব্র ভর্ৎসনা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে সিবিআই। এই আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় এখনই কোনও নির্দেশ দিল না হাইকোর্ট। তিন সপ্তাহ পর ফের মামলা শুনবে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে আপাতত সুজয়কৃষ্ণরে বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয় বলে মৌখিকভাবে জানালেন বিচারপতিরা। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে সিবিআইকেও তীব্র ভর্ৎসনা করল হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ২০২৩ সালের ৩০ মে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির পর দীর্ঘদিন এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কালীঘাটের কাকু। বর্তমানে জেলে রয়েছেন তিনি। এবার তাঁকে হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন জানিয়েছে সিবিআই। তারপরই আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কালীঘাটের কাকু।

সেই আবেদনের শুনানিতে এদিন সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে হাইকোর্টে। নিম্ন আদালতে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আর্জি জানানোর পরই শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। যে পদ্ধতিতে সিবিআই শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়েছে, তা নিয়ে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ক্ষোভের সঙ্গে জানতে চান, 'সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার কি লোকাল পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর? নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করা আইও কি এটাও জানেন না? অভিযুক্তকে কি সাহায্য করতে চাইছেন? আইওয়াশ হচ্ছে? বাদ দিয়ে দিন এইসব অফিসারদের।'

এদিকে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এই নিয়ে সিবিআইয়ের আইও ওয়াসিম আক্রম খানকে ২ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে। তিন সপ্তাহ পর ফের সুজয়কৃষ্ণর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি হবে। ততদিন সুজয় ভদ্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয় বলে মৌখিকভাবে জানিয়েছে হাইকোর্ট।

বেলঘড়িয়ার আর্যনগরে অগ্নিদগ্ধ মহিলা, আটক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক মহিলাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠল তাঁর স্বামী-সহ দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিকেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কামারহাটি পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের আর্যনগর অনুপমা রোডে। এদিন সন্ধে নামার ঠিক কিছুক্ষণ আগে এক অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে রাস্তায় বসে যন্ত্রণায় কাঁতরাতে দেখেন স্থানীয়রা। মহিলার বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করেছিলেন। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ বেলঘড়িয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে অগ্নিদগ্ধ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেলঘড়িয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, খড়দার বিবেকনগরের বিজয়গড়ে মহিলার শ্বশুরবাড়ি। সূত্র বলছে, ওই মহিলা বেলঘড়িয়ায় বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিটি রোড সংলগ্ন আর্যনগর থেকে ফেরার সময় বাইকে চেপে এসে তাঁর স্বামী-সহ তিনজন গায়ে আগুন লাগিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ মহিলার স্বামী নিলয় সরকারকে আটক করেছে। কি কারণে এই ঘটনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত আচার্য বলেন, বিকেল পাঁচটা নাগাদ এক অগ্নিদগ্ধ মহিলা রাস্তায় বসে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করছিলেন। ওই মহিলা যন্ত্রণায় খুব কাঁতরাচ্ছিলেন। তাঁর শরীরের একাধিক জায়গা পুড়ে গিয়েছে। শরীর থেকে চামড়া খসে খসে পড়ছিল। পুলিশ এসে অগ্নিদগ্ধ মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি করলেন আর্যনগরের বাসিন্দারা। নিলয়ের মা রেখা সরকার জানান, পাঁচ বছর প্রণয়ের পর এই নয় মাস হল সঙ্গীতাকে ছেলে বিয়ে করেছে। ওদের মধ্যে তো কোনও অশান্তি ছিল না। তাঁর দাবি, বউমা মানসিক রোগী। তাঁর ছেলে আগুন লাগায়নি। রেখা দেবী আরও বলেন, সন্ধেতে অফিস থেকে ফিরতেই পুলিশ এসে ছেলেকে নিয়ে গিয়েছে। কি ঘটেছে, তাঁরা কিছুই জানেন না। চিপস কিনতে যাচ্ছি বলে বউমা এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘরই ভাঙছেন, বাবুনের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অর্জুন সিং

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রীর ছোট ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার ঘর ভাঙতে ভাঙতে এবার নিজের ঘর ভাঙাও শুরু করে দিয়েছেন।' বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি পদে হেরে যাওয়ার পর স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত, সেই প্রশ্নই তুলে দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি জানান, লোকসভা ভোটের সময়ই হাওড়ায় ভোটার লিস্টে নাম ঢোকান স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ভোটেও দাঁড়াতে চান। তখনই ত্যাজ্য ভাই বলে দেন মমতা। বিজেপিতেও সে'সময় আসতে চেয়েছিল। তবে ভাইয়ের সঙ্গে সে সম্পর্ক যে জোড়া লাগেনি, তা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। জননেতা অর্জুন সিং বলেন, 'এখন তো আমি খুবই চিন্তিত, স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরক্ষা নিয়ে। যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা কঠিন। শারীরিকভাবে না কোনও ক্ষতি করে দেয় স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাশাপাশি অর্জুন সিং এও বলেন, 'তেমন প্রয়োজন হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করতেই পারেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বলে কথা।' প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের সময় থেকে দূরত্ব বেড়ে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হাওড়ায় পার্টি অফিস দখল থেকে ময়দানে ডানা ছাঁটার কাজটা শুরু হয়ে যায়। এরপর ময়দানে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের পদ থেকে সরানো হল। নিয়ে আসা হয় রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে। এবার হারলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদেও। শোনা যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে সব রথী-মহারথী, নেতা-মন্ত্রীরা সবাই যে এককাট্টা। স্বয়ং দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই নির্বাচনের কমিশনার। তিনিও নাকি চাননি। ময়দানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ২০২০ সালে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিওএ'তে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দাদার গলাতেই মালা পরিয়েছিলেন। যা নাকি মেনে নিতে পারেননি অজিত। মাঠে একসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই দাঁত ফোটান তাঁর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সুদিন থাকল না। শোনা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাঠিতেই গদিচ্যুতও হলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। যা শুভ ইঙ্গিত নয় বলেই জানান বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

ভাঙড়ে ডেঙ্গুতে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রাজ্যে ডেঙ্গুর হানা। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর। মৃতের নাম গায়িত্রী পাত্র। বয়স ৫৪। সূত্রের খবর, প্রথমে জ্বর নিয়ে স্থানীয় নলমুড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে আইডি। আইডিতে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু নিয়ে পরিবারের কেউ মুখ খুলছে না। যদিও ঘটনা জানাজানি হতেই ভাঙড় ১ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিআরপি, ভিসিটি কর্মীরা এসে পরিষ্কার ও স্প্রে করতে শুরু করেছে।

এ নিয়ে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ২জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু হল। মৃত কাশীনাথ মণ্ডল কামদুনির বাসিন্দা, মৃত গায়িত্রী পাত্র ভোজেরহাট বাসিন্দা। নভেম্বরের শেষেও আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। ৪ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ২৩ হাজারের উপর। সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদে। এরপরেই রয়েছে মালদা, তৃতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। শীত বাড়লে কমতে পারে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল কার্যালয়-সহ দখলদারি সরানোর নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় সড়কের জন্য নেওয়া জমি দখল করে তৈরি হয়েছে পাকা বিল্ডিং। এদিকে এই অভিযোগ সামনে আসার পরও এই পাকা বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ পূর্ত দপ্তর।

সূত্রে খবর, একটি দখল করা জমিতে রয়েছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ও। এই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে। অবিলম্বে সব দখলদারি সরানোর নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া থানায় এলাকার কাকড়া মউজার বাসিন্দা এক ব্যক্তি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনেই পূর্ত দপ্তরের রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিতে এখন বহু পাকা বিল্ডিং তৈরি করে তা দখল করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তাঁর বাড়িতে ঢোকার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বারবার আবেদন করেও কাজ না হওয়ায় তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বসিরহাটের পূর্ত দপ্তরের তরফে হাইকোর্টে রিপোর্টে জমা দেওয়া হয়, সেখানে অভিযোগের সত্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই রিপোর্টেই জানানো হয়েছে, ওই দখলদারদের মধ্যে তৃণমূলের দলীয় অফিসও রয়েছে। ওই রিপোর্ট দেখার পরই এদিন বিচারপতি সিনহা স্পষ্ট জানান, তৃণমূলের পার্টি অফিস সহ যাবতীয় বেআইনি দখলদারকে উচ্ছেদ করতে হবে। আর তা করতে হবে আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে। এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে নির্দেশও দেওয়া হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি কিনতে ৮ কোটি খরচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে রাজ্যে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার ৮ কোটি টাকার বিশেষ মশারি কিনছে স্বাস্থ্যভবন।

স্বাস্থ্যভবনের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে পাঠানো রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯১১৬ জন। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ২১২৩ জন। মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আগস্টের পর বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি রাজ্যের আটটি জেলার ৩১টি ব্লকে। জেলাগুলি হল আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্যজেলা।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ক্যাম্প, ওষুধপত্রের পাশাপাশি মশারি কেনার সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্যভবন। জানা গিয়েছে, ৮ কোটি টাকা খরচ করে ম্যালেরিয়া উপদ্রুত এলাকার মানুষজনের জন্য মশা মারার রাসায়নিক দেওয়া বিশেষ ধরনের ২ লক্ষ মশারি কেনা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া পরিস্থিতি বিচার করে সবথেকে বেশি মশারি পাঠানো হচ্ছে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি, বলরামপুরের বান্দোয়ান, আরসা এবং ঝালদা ১ নম্বর ব্লক, ঝাড়গ্রামের বিনপুর ২, মালদার ইংরেজবাজার, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, সামশেরগঞ্জ, লালগোলা ব্লকে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন কুন্তলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও একজনের জামিন। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের পর এবার জেল থেকে বের হচ্ছেন কুন্তল ঘোষ। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় তিনি ছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা। দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসার পর দল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। কলকাতা হাইকোর্টে ইডি-র মামলা থেকে আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। আর এবার শীর্ষ আদালতে সিবিআই-এর মামলাতেও জামিন পেলেন কুন্তল।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট শর্ত সাপেক্ষ মুক্তি দিয়েছে কুন্তল ঘোষকে। জামিন চেয়ে একাধিক বার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এই যুব তৃণমূল নেতা কিন্তু প্রতিবার জামিনেই আবেদন বাতিল করে দেয় উচ্চ আদালত। দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা সত্ত্বেও ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না, এই যুক্তিকে হাতিয়ার করে ফের জামিনের জন্য আপিল করা হয় বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার এজলাসে। আদালত সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা সত্ত্বেও কেন ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না, এই যুক্তিকে আরও একবার হাতিয়ার করা হয় জামিন মামলায়। কুন্তলের পক্ষে আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, তদন্ত কবে শেষ হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট শর্ত সাপেক্ষে জামিনের নির্দেশ দেয় কুন্তল ঘোষকে।

তবে জামিনের শর্ত কী হবে তা ঠিক করবে ট্রায়াল কোর্ট। ইডি-র মামলায় জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপিত করা হয়েছে, সেগুলি কার্যকর থাকছে। ইডি-র মামলার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে পারবেন না কুন্তল ঘোষ।

২০২২ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরই কুন্তল ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন অনেকে। প্রথমে মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা জামিন পান। আর সম্প্রতি জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। এই যুক্তি দেখিয়ে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আপাতত সেই মামলা ঝুলে আছে। তবে, আদালত বারবার প্রশ্ন তুলেছে, ট্রায়াল শুরু না হলে আর কতদিন জেলে রাখা সম্ভব!

সরকারি জমি দখল করে বাড়ি তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি জমি দখল করে রাতারাতি বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যারাকপুর হঠাৎ কলোনিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আর আর বিভাগের সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি রয়েছে হঠাৎ কলোনিতে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে সেখানে বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। সরকারি জমি দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। সরকারি জমি দখল মুক্ত করার দাবিতে শুক্রবার তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অরিজিৎ দাস জানান, হঠাৎ কলোনিতে সরকারি জমি দখল করে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। যারা এখানে বাড়ি করছেন, নিশ্চয় তাদের পিছনে কোনও মদতদাতা আছেন। এলাকার মানুষের দাবি মেনে জায়গাটি ব্যবহার করা হোক। অপরদিকে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে ওখানে গৃহহীন দুটি পরিবারকে থাকতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে আর আর বিভাগের জমি ওদের নামে করে দেওয়া হবে। তবে সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করা যাবে না। মাথায় ওপর ছাদ নেই, ওরা কোথায় যাবে প্রশ্ন পঞ্চায়েত প্রধানের।

সম্পাদকীয়

সবসময় ভোটে জেতার অর্থ একমাত্র জনসমর্থন ধরা ভুল, কাটাকুটির অঙ্কও ফেলনা নয়

নির্বাচনের ফলাফলে আরও বেশি ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। অপ্রত্যাশিত নয়। মার্চে সন্দেশখালি পর্বে বিজেপি কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিল তার রাজনৈতিক সুফল ঘরে তুলতে; অগস্টের আর জি কর-কাণ্ডে একটি মিছিল ব্যতিরেকে তারা মাঠের বাইরেই থেকেছে, বা থাকতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু, কোনও ক্ষেত্রেই শাসক দলের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত রাজনৈতিক ক্ষোভকে বিজেপি নিজেদের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ভোটে পরিণত করতে পারেনি। কেন, সে প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই রাজ্যে সে দলের সাংগঠনিক শক্তিহীনতার কথা বলতে হয়। কোনও আঞ্চলিক ক্ষোভকে রাজ্যব্যাপী রাজনৈতিক ঝড়ে পরিণত করার দক্ষতা ও সামর্থ্য পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির দৃশ্যত নেই। রাজ্যে এত দিন তাদের যে বিস্তার ঘটেছে, তা ঘটেছে মূলত সাম্প্রদায়িক বিভাজিকা অনুসারেই। একটি অংশের মধ্যে তাদের প্রভাব যথেষ্ট, কিন্তু সেই অংশটি ক্রমবর্ধমান কি না, প্রশ্ন সেখানেই। সম্ভবত, নিচু ডালের ফল সংগ্রহের পরে ঝুড়িতে অন্য কিছু তোলার জন্য যে রাজনৈতিক কল্পনাশক্তি চাই, বিজেপির তা নেই। ছয় কেন্দ্রে প্রশ্নাতীত জয়লাভের পরে তৃণমূল নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে স্বস্তির শ্বাস ফেলছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি মানুষ বিশ্বাস করেননি এবং শাসক হিসাবে তাঁদের বৈধতাকে স্বীকার করেছেন; তৃণমূল নেতৃত্ব বিভিন্ন ভাবে এই কথাটি বোঝাতে চাইবেন। এ কথা ঠিক যে, দুর্নীতি ও অত্যাচারের যাবতীয় অভিযোগ সত্ত্বেও এই ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের সিংহভাগ ভোটার তাঁদেরই ভোট দিয়েছেন। কিন্তু, তা কি বৈধতার স্বীকৃতি? না কি, মানুষ দলের অত্যাচারের চেয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তরভিত্তিক উন্নয়ননীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন? মানুষ শাসক দলের নেতা ও বাহুবলীদের অত্যাচারকে একটি বিরক্তিকর কিন্তু অনিবার্য যন্ত্রণা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও সেই অত্যাচারকে বৈধ বলে মেনে নিয়েছেন বলে দাবি করা মুশকিল। কেউ এই প্রশ্নও করতে পারেন; শাসক দলের বিবিধ অত্যাচারে যাঁরা গর্জে উঠেছিলেন এবং এ বার যাঁরা তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কি একই জনগোষ্ঠী? প্রশ্নগুলি থাকছে।

শব্দবাণ-১১৭

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ত্রুটি, অপরাধ ৩. অসুবিধা ৫. তরঙ্গ, ঢেউ ৬. ঠাট্টাতামাশা ৭. নিযুক্তি ৯. বহু, প্রচুর ১১. প্রতিযোগিতা ১২. নিকৃষ্ট কাঁসাবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মহান ২. আঁধার, অন্ধকার ৩. কুঁড়েঘর ৪. মেথর, হরিজন ৭. নির্ভেজাল ৮. নিবিড়, গহন ৯. অমঙ্গল ১০. এঁটে বাঁধা।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৬

পাশাপাশি: ২. জয়জয়ন্তী ৩. হস্তামলক ৬. সময়ান্তর ৭. লোকসমাজ।

উপর-নীচ: ১. অঙ্গবিন্যাস ২. জলহওয়া ৪. মকরধ্বজ ৫. কংসাবতী।

জন্মদিন

আজকের দিন

জিৎ

১৯৪৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বানী জয়রামের জন্মদিন।
১৯৬৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দীপা শাহির জন্মদিন।
১৯৭৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জিৎ-এর জন্মদিন।

সকলের জন্য বাড়ি

জীবন্ত রামপাল
(আইআইএম আহমেদাবাদের ফ্যাকাল্টি)
এডুয়ার্ডো ফাব্রেস
(আইআইএম আহমেদাবাদের গবেষণা সহকারী)

আবাসন বা বাড়ি গ্রামীণ ভারতের জন্য একেবারে প্রাথমিক মানের চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ এলাকার জনগণের বৃহদাংশ কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন। এই বাড়িগুলিতে মাটি, বাঁশ বা অন্যান্য ভঙ্গুর জিনিস দিয়ে তৈরি হয়। এরফলে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় বাড়িগুলিতে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারত সরকার এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য এক বৃহৎ সামাজিক কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রামীণ (পিএমএওয়াই–জি), এর আওতায় 'সকলের জন্য আবাসন' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হ'ল, পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। পাকা বাড়ি সবরকম আবহাওয়ায় বসবাসের উপযোগী এবং টেকসই। পিএমএওয়াই–জি এই প্রকল্পের অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত এর আওতায় ২ কোটি ৬৭ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে। সত্যি কি সকলের জন্য বাড়ি? গ্রামীণ এলাকায় পিএমএওয়াই–জি কতটা আবাস-স্থলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর?

পিএমএওয়াই–জি নির্মাণ কাজের গুণগত মানোন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এতে উপকৃত হচ্ছেন সুবিধাভোগীরা। প্রযুক্তি ব্যবহারে নির্মাণ কাজের ফলে এর গুণগতমান উন্নত হচ্ছে। আর, এটাই পিএমএওয়াই–জি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ রাজমিস্ত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (আরএমটি) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্পোরেশন, এর সহযোগিতায় চালানো হচ্ছে। এর আওতায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার রাজমিস্ত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার বাড়িগুলির গুণগত মান বাড়ানোই এর মূল লক্ষ্য। ২০২১-২২ সালে ৪০ লক্ষ নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ সালে পুরনো সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে এই সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, পিএমএওয়াই–জি এর সুবিধাভোগীদের বাড়ির পরিস্থিতি বদলে বিভিন্নভাবে তাঁদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নও সম্ভব হচ্ছে। সামাজিক পরিস্থিতি, আত্মমর্যাদা এবং কোনও কিছুর প্রতি একাত্মতা অনুভব করার মতো বিষয়গুলিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। পিএমএওয়াই–জি এর মূল লক্ষ্য হ'ল, প্রান্তিক শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে ব্যয় সাশ্রয়ী মূল্যে বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখা, বাড়ির মালিকানায় মহিলাদের অংশীদারিত্ব এবং দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের ক্ষমতায়নের মতো বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এই প্রকল্পের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি হয়েছে। এমজিএনআরইজিএস, এর আওতায় প্রতিটি বাড়ি নির্মাণের জন্য ৩১৪টি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়। এতে ৮১ জন দক্ষ, ৭১ জন স্বল্প দক্ষ এবং ১৬৪ জন অদক্ষ কর্মীর প্রতিদিন প্রয়োজন হয়।

গ্রামীণ রাজমিস্ত্রী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বেশ কয়েকজন উচ্চমানের রাজমিস্ত্রী রয়েছেন, যাঁরা নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজের জন্য ইতিমধ্যে দক্ষতার শংসাপত্র অর্জন করেছেন। এই শংসাপত্রের ফলে তাঁরা দেশের বাইরে কাজ করারও সুযোগ পাচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে যে সামগ্রী পাওয়া যায়, তা দিয়ে সেখানকার আবহাওয়া উপযোগী বাড়ি নির্মাণও করা হচ্ছে পহল কর্মসূচির আওতায়। এই পহল কর্মসূচিতে একটি অ্যাপ ব্যবহার করা হয়, যা যথাযথভাবে একটি বাড়ির থ্রি-ডি নক্‌শা তৈরি করে দেয়।

পিএমএওয়াই–জি এর সাফল্যের পেছনে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রকল্প সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। পিএমএওয়াই–জি এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সরকারের অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন শৌচাগার নির্মাণ (এসবিএম), এলপিজি সংযোগ (পিএমইউওয়াই), নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা (জল জীবন মিশন), বিদ্যুৎ সংযোগ (সৌভাগ্য), স্বচ্ছ শক্তি সমাধান, এর মতো বিষয়গুলিও রয়েছে। পিএমএওয়াই, জি প্রকল্পে কেবলমাত্র বাড়ি নির্মাণের বদলে জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা, এসইসিসি ২০১১ থেকে এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবাস ২০১৮'র তালিকা থেকেও সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন গ্রাম সভার মাধ্যমে এই তালিকা পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, আবাস ২০২৪ মোবাইল অ্যাপ, এর মাধ্যমে সমীক্ষা চালিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা-প্রাপকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সম্প্রতি এই প্রকল্পে আরও স্বচ্ছতা আনতে মুখাবয়ব শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পিএমএওয়াই–জি প্রকল্পে ২০২৯ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ২ কোটি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের আবাস নির্মাণ নীতিগুলিকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে পিএমএওয়াই–জি এর সাফল্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্রাজিলের 'আমার বাড়ি আমার জীবন' কর্মসূচিতে সেদেশের সরকার ২০২১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য কেবলমাত্র ১১ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ হয়েছে। পিএমএওয়াই–জি এর ব্যাপক সাফল্য সমগ্র বিশ্বে বাড়ি নির্মাণ কর্মসূচিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, পিএমএওয়াই–জি কর্মসূচি সামগ্রিকভাবে সফল হয়েছে। তবে, ভবিষ্যতে এই প্রকল্পে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন বলেও দিশা-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁদের কাছেই যেন এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে বাড়ি পাবার জন্য যে নির্দিষ্ট মানদন্ড রয়েছে, সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য প্রদান করা। এই বিষয়গুলির দিকে নজর দিলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রকল্পের গুণগত মান উন্নত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, এই প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সুবিধা-প্রাপকদের মতামত জানতে পারা বিশেষ জরুরি। পরিশেষে, বিভিন্ন রাজ্যে বাড়ি বন্টনের ক্ষেত্রে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা জরুরি। কিছু কিছু রাজ্য এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ি নির্মাণ ও বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। আবার, কিছু কিছু রাজ্য এখনও তা শুরুই করতে পারেনি। পিএমএওয়াই–জি দেখিয়েছে যে, এই প্রকল্প কেবলমাত্র বাড়ি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি নয়, সুবিধা-প্রাপকদের অতিরিক্ত আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রকল্পও। এই প্রকল্পের আওতায় যাঁরা বাড়ি পাবেন, তাঁদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক মতৈক্য পিএমএওয়াই , জি প্রকল্প রূপায়ণে আরও ভারসাম্য আনতে পারবে এবং সমগ্র দেশে কার্যকরভাবে বাড়ি বন্টনে সহায়ক হবে। ভারতকে বাস্তবিক অর্থেই 'সকলের জন্য বাড়ি' , এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

নদীর বহতা রুদ্ধ আজিকে!

ড. গৌতম সরকার

'আমার শহরে শুকিয়ে যাচ্ছে জল,
আস্তে আস্তে লুকিয়ে যাচ্ছে জল
ফুরিয়ে আসছে স্নান করবার দিন
অন্য কোথাও চল...'

এ আক্ষেপ শুধু আমার শহরের নয়, এ হল বিশ্বের বহু শহরের বহু মানুষের বিষাদভেজা আর্তি। নদী, সমুদ্র, লেক, পুকুর, খাল-বিল-ডোবা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই গানের কথামত অন্য কোথাও গিয়েও নিস্তার নেই।

সুদূর অতীত থেকে মানুষের প্রধান বসতি গুলো গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। পানীয় জলের সরবরাহ, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুই মানবজীবনে নদীর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃতিবিদদের মতে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি হয়েছে নদীর গতিপথ অনুসারে। আজ সেই নদীর বড় বিপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অকাল বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আর মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, নাব্যতা হারিয়ে কোথাও দেখা যাচ্ছে অকাল বন্যা, আবার কোথাও দীর্ঘ খরা; কোথাও আবার একই ঋতুচক্রে বন্যা খরা দুইয়েরই প্রকোপে মানব জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। নদীগুলো শুকিয়ে গিয়ে নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই মানুষগুলো যাদের জীবন ও জীবিকা এই নদীর উপর নির্ভরশীল। কৃষি, জ্বালানি উৎপাদন, পণ্য পরিবহন রীতিমতো হুমকির মুখে পড়েছে। বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, একাধিক সমীক্ষা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনাচক্রের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষতির দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও চেষ্টাই আমাদের চেতনার উপর বর্শার আঘাত হানতে পারেনি। সরকার থেকে শুরু সাধারণ মানুষ অদ্ভুত উদাসীনতায় ভোগসর্বস্ব জীবনে ডুবে আছে আগামীকাল ভয়ানক কি ঘটতে পারে তার কোনওরকম তোয়াক্কা না করে।

এই আশঙ্কা আরও জোরদার করে তুলেছে 'ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন'- এর প্রকাশিত ২০২৩ সালের রিপোর্ট, 'দ্য স্টেট অফ গ্লোবাল ওয়াটার রিসোর্সেস', যেখানে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত নদনদীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে শুখা গিয়েছে। রিপোর্টে পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে,
এক, গত ৩৩ বছরে পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর ক্ষেত্রে ২০২৩ সাল ছিল শুষ্কতম বছর;
দুই, গত পঞ্চাশ বছরে গ্লেসিয়ারগুলি ভর সর্বাধিক কমেছে;
তিন, আবহাওয়ার পরিবর্তন 'হাইড্রোলজিক্যাল চক্র'কে অনিয়মিত করে তুলেছে;
চার, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;
এবং পাঁচ, বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিকে জলের ব্যবহার এবং জলসম্পদ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করতে হবে

প্রকাশিত রিপোর্টে আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের সাথে এশিয়া মহাদেশের জন্যও ভয়ংকর বিপদবার্তা রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি উদ্বেগজনক। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশের একাংশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলোতে রিভার ডিসচার্জের পরিমাণ কমে গেছে। কারণ হিসেবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ২০২২ সালের 'লা নিনা' থেকে ২০২৩ সালের 'এল নিনো'তে আবহাওয়াগত পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলবায়ু মানচিত্রের যথাক্রমে উষ্ণ ও শীতল পর্যায় হল এল নিনো আর লা নিনা। অর্থাৎ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সমুদ্রের জলস্তরের অস্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি হল এল নিনো আর তাপমাত্রার অস্বাভাবিক হ্রাস হল লা নিনা। এই দুই আবহাওয়াগত চরম বৈপরীত্য পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে, যার একটি উদাহরণ হল নদীগুলোর শুকিয়ে যাওয়া।

পৃথিবীর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত নদীগুলো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। 'ব্রাজিলিয়ান জিওলজিক্যাল সার্ভিস' জানিয়েছে আমাজন অববাহিকার নদীগুলির জলস্তর এতটাই নেমে গেছে যে নদীপথে পণ্য পরিবহন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বড় বড় কার্গো জাহাজগুলো কম পণ্য নিয়ে যাতায়াত করছে, ফলে পরিবহন খরচ বাড়ছে যা ব্যবসার ক্ষতি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র দাবদাহে শুকিয়ে যাচ্ছে কলোরাডো নদী, এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর চার কোটি মানুষের পানীয়, জলসেচ ও বিদ্যুৎ জোগান দেয় এই প্রাচীন নদী। একইভাবে বিরূপ প্রাকৃতিক কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে চিনের ইয়াংসি, জার্মানি আর নেদারল্যান্ডের রাইন, ইতালির পো, ফ্রান্সের লয়ার এবং হাঙ্গেরির দানিয়ুব। এই তালিকায় যোগ হবে বিশ্বের বেশ কিছু বিখ্যাত লেক, 'লেক পোপো' যেটি পশ্চিম-মধ্য হাঙ্গেরির গর্ব, 'আরাল সি' যেটি পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘতম অন্তর্দেশীয় হ্রদ, আমেরিকার 'লেক মিড', পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকার 'লেক চাড', ইরানের 'লেক উর্মিয়া' এবং ইসরায়েল ও জর্ডনের মধ্যে অবস্থিত 'ডেড সি' যার আরেক নাম 'সল্ট সি'।

এই নদীগুলো যুগ যুগ ধরে মানব জাতির সেবা করে এসেছে, আজ সেই মানুষের বোধবুদ্ধিহীন এবং নির্লজ্জ চাহিদা পূরণের জন্য এদের মূল্য চুকোতে হচ্ছে। বহু চুক্তি, পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি কাগজে কলমে রয়ে গেছে। দেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের সচেতন হওয়া দরকার, শুধু নিজেদের কথা না ভেবে আগামী প্রজন্মের জন্য জলসম্পদের সাস্টেনেবল ব্যবহারই পারবে পুরোপুরি ধ্বংস হওয়াকে বিলম্বিত করতে। চলুন সবাই প্রার্থনা করি গানের শেষের পংক্তি মিথ্যে হয়ে যাক,

'আমার শহরে সাঁতার শিখতে চেয়ে
রাজধানী থেকে একলা এসেছে মেয়ে
এসে শুধু দেখে ধুধু কংক্রিট অঞ্চল
অন্য কোথাও চল।'

আরামবাগে ফার্মাসিস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হাজার টাকায়, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফার্মাসিস্ট পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার টাকায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদমাধ্যম ছবি করতেই সাংবাদিকদের মারমুখি হয়ে উঠলেন পরীক্ষার্থী ও তাদের অনুগামীরা। এমনকী তাদের পরিবারের সদস্যরাও সাংবাদিকদের দিকেতেড়ে আসে। মারতেও উদ্যত হয়। ছবি তোলার সময়ে ক্যামেরা নিয়ে টানাটানি ও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকেই হেনস্তার শিকার হন। আর এতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলেজ চত্বরে। ক্যামেরা দেখে প্রশ্ন পত্র নিয়ে ছুটতে শুরু করে দেয় একাধিক জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনা স্থলে হাজির হন আরামবাগ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার জেরে চার অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা আরামবাগের সরকারি পলিটেকনিক কলেজে। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল একাধিক বহিরাগত কলেজ গেটের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। সেখান থেকেই প্রশ্ন পত্রের উত্তর জোগান দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ যে, কিছু ছাত্র-ছাত্রীর হাতে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার এক ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র এসে যাচ্ছে। তাদের মাইক্রো জেরক্স করে প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে। সেই মতো তারা টুকলি রেডি করে রাখছেন যাতে পরীক্ষায় তারা পাশ করেন, এমনটাই অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এই অভিযোগ পেয়ে পৌঁছে যায় কলেজের সামনে। তখন রীতিমতো প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখালেখি চলছে।

ফোনে কথা বার্তা চলছে। উত্তর দেওয়াও চলছে। ওই সময়েই হাজির হয়ে যান সাংবাদিকেরা। সাংবাদিকদের দেখেই কেউ কেউ বলতে থাকেন মিডিয়া এসে গেছে। সবাই চুপ করে যাও। লুকিয়ে দাও প্রশ্নপত্র। তারপর সংবাদ মাধ্যম যখন সরাসরি সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে শুরু করে তখনই সংবাদমাধ্যমের উপর মারমুখি হয়ে ওঠে অভিযুক্তরা। এমনকী ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি করতেও থাকেন। তারা ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ কর তে থাকেন স্থানীয়রা। তাদের সঙ্গেও তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী, পরীক্ষার্থীও এই ঘটনার প্র তিবাদ জানাতে থাকেন। তারাও প্রতিবাদ করে বলেন,এর ভিতরে কলেজের যোগ আছে। গোপনে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এসব জালিয়াতি চলছে। পরীক্ষা হোক সততার সঙ্গে। কেন টাকা পয়সার বিনিময়ে সার্টিফিকেট কেনা হচ্ছে। কেন টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার প্রশ্ন বাইরে চলে যাচ্ছে? আর তার উত্তরও এসে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের হাতে। এক পরীক্ষার্থী রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, সঠিকভাবে পরীক্ষা হোক। নকল করে নম্বর পেয়ে যারা পাশ করে যাচ্ছে তাদের চিহ্নিত কর তে হবে। আমরা যারা সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছি তাদের তাহলে ভবিষ্যত কি। এলাকার এক বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম বলেন, আমি দু'দিন প্রতিবাদ করেছি। এরা প্রশ্ন চুরি করেছে। এদের গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রিন্সিপাল এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

চন্দননগরে টোটোর লাগাতার বৃদ্ধিতে রাশ টানতে শুরু গণনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির চন্দননগরে হচ্ছে অন্য এক পরিসংখ্যান, যা হল টোটো গণনা! তবে কেন এমন পদক্ষেপ করতে হল সরকারকে? তার উত্তর জানিয়েছে খোদ পরিবহণ দপ্তর। অনিয়ন্ত্রিত টোটোর বৃদ্ধিতে রাশ টানতে এই অভিনব পদক্ষেপ শুরু করেছে চন্দননগর পুরনিগম।

শহরের দাপিয়ে দাপিয়ে বাড়ছে টোটোর দৌরাত্ম্য। রাস্তায় ভর্তি টোটো জন্য ট্র্যাফিক হয়ে যাচ্ছে ধীর। অনিয়ন্ত্রিত টোটোর বৃদ্ধির কারণে সমস্যায় পড়ছেন আমজনতা। তাই টোটোর লাগাতার বৃদ্ধির হ্রাস টানতে এবার শুরু হয়েছে টোটোর গণনা।

একজন ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন মোট কতগুলি টোটো রয়েছে, যারা ভাড়ার টোটো চালায় তাদের পরিসংখ্যান এমনকি রাস্তায় টোটো চালাতে গেলে হঠাৎ করে নতুন টোটো নিয়ে এসে যে কেউ নেমে পড়তে পারেন সেও যাতে না ঘটে তার জন্যেই মূলত এই টোটোর পরিসংখ্যান করার কাজ শুরু হয়।

এই বিষয়ে চন্দননগর পুরোনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী জানান, শহরজুড়ে যে ভাবে টোটোর বাড়বাড়ন্ত তাতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ পথচারী। সেই কারণেই অনিয়ন্ত্রিত টোটোর বৃদ্ধিতে হ্রাস টানার জন্য এই বিশেষ পদক্ষেপ। যদিও এই পদক্ষেপ পুরোটাই হচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের। যেহেতু টোটো একটি ই-ভেহিকেল সেই কারণে গ্রিন ট্রাইবুনালের জন্য এর ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ এতে আরটিওরও কিছু করার থাকে না। সেই কারণেই অনিয়ন্ত্রিত টোটোর বৃদ্ধিতে লাগাম লাগানোর জন্যই এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে চন্দননগর পুরনিগম।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ভদ্রকালী শিবাজী স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের উত্তরপাড়া শাখার সহযোগিতায় গত ২৮ নভেম্বর ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নিমাই নাগের স্মৃতি উদ্দেশ্যে ৩৪ তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান মহৎদান। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও শিবাজীর স্পোটিং ক্লাবের সদস্যরা এবং এলাকার সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ মিলে রক্তদানের মতো মহৎ কাজে অগ্রসর হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ বছর ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন।

সেচ দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বাঁশ পুঁতে সেতু নির্মাণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সেচ দপ্তরের অনুমতির তোয়াক্কা না করে দামোদরের বুকে হাজার হাজার বাঁশ পুঁতে তৈরি হচ্ছে সেতু। যার কারণে ক্ষুব্ধ রাজ্যের সেঁচ মন্ত্রী। দামোদর যেন মুনাফা অর্জনের পিঠস্থান হয়ে গিয়েছে। কেউ দামোদরে বালি খাদান খ ুলে মুনাফা অর্জন করছেন। আবার ফেরিঘাটের ইজারাদাররা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য দামোদরের বক্ষে অজস্র বাঁশ পুঁতে নির্মাণ করছে সেতু। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এটাই হয়ে গিয়েছে দামোদরের জল ছবি। তবুও অ্যাকশনে অপারগ প্রশাসন ও সেচ দপ্তর।

নদী মাতৃক জেলা হিসাবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান। এই জেলার বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে দামোদর নদ প্রবাহিত রয়েছে। চাষের সেচের জলের সিংহভাগ জোগানটাই মেলে দামোদর থেকে। এই নদীকে আঁকড়ে বুহ মৎস্যজীবীরও জীবন জীবিকা নির্বাহিত হয়। এহেন এক গুরুত্বপূর্ণ নদের বুকে হাজার হাজার বাঁশ পুঁতে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতেই ক্ষোভের পারদ চড়েছে মেমারি ১ নম্বর ব্লকের দলুইবাজার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। মুনাফা অর্জনের জন্য সেতু নির্মাণের নামে এইভাবে দামোদরে দখলদারি কায়েমের বিষয়টি তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা দামোদরের বুকে সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধের দাবিতে গণস্বাক্ষর করে ব্লকের বিডিওকে অভিযোগ জানিয়েছেন।

দলুইবাজার এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, 'মেমারি ব্লকের পাল্লা এবং জামালপুর ব্লকের বেরুগ্রাম অঞ্চলের জামুদহ মৌজার মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দামোদর নদ। জামুদহ থেকে পাল্লা পৌছাতে অনেক লোকজন নামিয়ে জোর কদমে এখন দামোদরের বুকে বাঁশের সেতু তৈরির কাজ চলছে।' এলাকাবাসীর দাবি, গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দামোদরের বক্ষে এভাবে সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ।তা সত্ত্বেও কারা,কোন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে দামোদরের বুকে বাঁশের সেতু নির্মান করছে তা নিয়ে তাঁরা খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেন। খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, দলুইবাজার ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত বা মেমারি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি, কেউই দামোদরের বক্ষে বাঁশের সেতু তৈরি করার অনুমতি কাউকে দেয়নি। এর পরেই সেতু নির্মাণ বন্ধের দাবিতে দলুইবাজার এলাকার বাসিন্দারা মেমারি ১ নম্বর ব্লকের বিডিওকে অভিযোগ জানান।

অভিযোগ পেয়েই বিষয়টি নিয়ে বর্ধমান দক্ষিণের মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিডিও শতরুপা দাস। মহকুমা শাসককে চিঠি লিখে বিডিও জানান, দামোদরের বুকে বাঁশ পুঁতে যে সেতুটি নির্মাণ হচ্ছে সেটি কখনওই নিরাপদ সেতু হতে পারে না। মোটর বাইক বা তার সমতুল্য কোনও যানবাহনে চেপে কেউ ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও মহকুমা শাসককে জানান বিডিও। পাশাপাশি বিডিও ওই চিঠির প্রতিলিপি সেচ দপ্তরের দামোদর ক্যানেল ডিভিশন সহ একাধিক বিভাগ, ব্লকের ভূমি দপ্তর এবং মেমারি থানাতেও পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

বিডিওর চিঠির ভিত্তিতে প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত শুরু হতেই সামনে চলে আসে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির কীর্তি। জানাগিয়েছে, জামুদহ এলাকায় 'ফেরিঘাট' করার জন্য চলতি বছরেও নির্দিষ্ট একটি সংস্থাকে 'লিজ' অনুমোদন করেছে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি।২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৫ সালের ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ওই ফেরিঘাট চালানোর লিজ অনুমোদনের দরুন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি ওই সংস্থার কাছ থেকে নগদে ৬২ হাজার টাকা নিয়েছে। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির একজিকিউটিভ অফিসারের স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেওয়া বাৎসরিক লিজ চুক্তিপত্রে শুধুমাত্র 'জামুদহ ফেরিঘাটের' জন্য লিজের কথা উল্লেখ করা রয়েছে। কিন্তু জামুদহ থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য 'ফেরিঘাটের লিজ' অনুমোদন করা হল, সেই সংক্রান্ত কোনও কিছুরই উল্লেখ নেই লিজ চুক্তিপত্রে। শুধু তাই নয়,'ফেরি ঘাটেরতলিজ গ্রহিতা দামোদরের বক্ষে হাজার হাজার বাঁশ পুঁতে 'সেতু' নির্মাণ করতে পারবেন,এমন কোন অনুমতি দানের উল্লেখও কিন্তু চুক্তিপত্রে নেই।তাহলে দামোদরের বক্ষে বাঁশ পুঁতে সেতু নির্মানের অনুমতি ওই সংস্থাকে দিল কে ?এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে জেলাপরিষদের (পূর্ব বর্ধমান) ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খোঁজ নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন 'সেচ দপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই দামোদরের বক্ষে বাশ পুঁতে সেতু নির্মাণকাজ চলছে। শুধু তাই নয়,এই ব্যাপারে মেমারি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা দলুইবাজার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো ছাড়পত্রও কাউকে দেয়নি। এই সব জেনেও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি কী করে নির্দিষ্ট একটি সংস্থাকে লিজ অনুমোদন করল এবং দামোদরের বক্ষে বাঁশ পুঁতে সেতু নির্মাণের কাজ চলছে জেনেও নিশ্চুপ রয়েছে, সেটাই আশ্চর্য্যের'!

জামালপুর নিবাসী জেলা বিজেপি নেতা জীতেন্দ্রনাথ ডকাল বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, জামালপুর ব্লকে দামোদর বক্ষে এমন সেতু অনেক কটাই রয়েছে। আদৌ সেচ দপ্তরের অনুমতি নিয়ে ওইসব সেতুগুলি তৈরি হয়েছে কিনা ,তারও তদন্ত হওয়া জরুরী বলে জীতেন্দ্রনাথ বাবু দাবি করেছেন। জেলা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষের দাবির বিয়টি নিয়ে বিডিও (জামালপুর) পার্থসারথী দে'র কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সেচ দপ্তরের ছাড়পত্র বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারেননি। তিনি শুধু বলেন, 'এই ভাবেই তো অনেক দিন ধরে ফেরিঘাটটি চলে আসছে। তবুও কী হয়ে আছে সেই বিষয়ে আমি খোঁজ নেব।' যদিও রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইঞা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী, দামোদরের বক্ষে কোন নির্মাণ কাজ করতে হলে সেচ দপ্তরের অনুমতি নিতেই হবে। এ ক্ষেত্রে সেচ দপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, তার তদন্ত তিনি করাবেন।'

বৃদ্ধকে দুই পিটিয়ে খুনে দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পারিবারিক বিবাদের জেরে এক বৃদ্ধকে কোদাল ও লাঠি দিয়ে নৃশংস ভাবে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। ২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের চূড়ামণিপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদের জেরে মাঠের মধ্যে কোদাল ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। ঘটনার ৬ বছর পর বৃহস্পতিবার দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার ওই দু'জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বাঁকুড়া জেলা জজ আদালতের বিচারক মনোজ্যোতি ভট্টাচার্য।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওন্দা ব্লকের চূড়ামণিপুর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত ভাই গোপাল মণ্ডলের পরিবারের বিবাদ চলছিল। তার জেরে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া ছিলেন। বাড়িতে একাই থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। ২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ জমিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই গোপাল মণ্ডল ও তাঁর দুই ছেলে রঘুনাথ ও সোমনাথ তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

গোপাল, রঘুনাথ ও সোমনাথের হাতে থাকা কোদাল ও লাঠির আঘাতে মাঠের মাঝেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। পরে স্থানীয়রা রবীন্দ্রনাথকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পর পুলিশ রবীন্দ্রিনাথকে খুনের অভিযোগে গোপাল, রঘুনাথ ও সোমনাথকে গ্রেফতার করে। ওই বছরই আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। পরে জেলে থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্ত গোপাল মণ্ডলের।

অপর দুই অভিযুক্ত রঘুনাথ ও সোমনাথ মণ্ডলের বিচার চলতে থাকে। মোট ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ওই দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার ওই দু'জনকে ৩০২/৩৪ নম্বর ধারায় যাবজ্জীবন জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেলের নির্দেশ দেয় আদালত। আদালতের এই রায়ে সন্তুষ্ট নয় মৃতের পরিবার। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ সাজা হওয়া প্রয়োজন ছিল।

নোটিস

পলাশডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ৮৮এন, তাং- ০৪/০৫/১৯৬১,
গ্রামঃ- রাজাপুর, পোষ্টঃ- নাকাশিপাড়া, থানাঃ- নাকাশিপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/P-2024 তারিখ- ২৯/১১/২৪, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা পলাশডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে ৩০-১১-২৪ থেকে ১০-১২-২৪ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টে পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং ১১-১২-২৪ ও ১২-১২-২৪ তারিখে দুপুর ১.০০ টা থেকে বিকেল ৪ টের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- ১৭-১২-২০২৪ দিনেই বিকেল ৪টের মধ্যে চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, পলাশডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।

নোটিস

বীরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ১৮২ তারিখ- ২২/০৮/১৯২২,
গ্রামঃ ও পোষ্টঃ- বীরপুর, থানাঃ- নাকাশিপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া।

স্মারক নং- 01/ELC/BIR-2024 তারিখ -২৯/১১/২৪, খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা বীরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড, সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে ৩০-১১-২৪ থেকে ১০-১২-২৪ তারিখ বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত। সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং ১২-১২-২৪ ও ১৩-১২-২৪ তারিখে দুপুর ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- ১৮-১২-২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.০০টার মধ্যে চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, বীরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।

SREI
শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: U70101WB2006PLC109898
রেজিস্টার্ড অফিস: 'বিশ্বকর্মা', ৮৬সি তপসিয়া রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০০৪৬
হেড অফিস: প্লট নং ওয়াই-১০, ব্লক ইপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১
ইমেল: sefl@srei.com, **ওয়েবসাইট:** www.srei.com

পাবলিক নোটিশ

বিভিন্ন ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সময়ে সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নিম্নোক্ত সম্পদগুলি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং/অথবা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বারা৷ সাধারণভাবে জনগণকে, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত সম্পদের উপর তাদের কোন অধিকার আছে কিনা তা নির্দেশ করার চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে৷ এতে ব্যর্থ হলে, এসইএফএল পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করবে৷ এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন পরে প্রাপ্ত যেকোনো দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে৷

সম্পদের বিবরণ

ক্র. নং	গ্রাহকের নাম	সম্পদের নাম	সম্পদের বিবরণ
১	শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ	ট্রান্সফরমার	প্রযোজ্য নয়

তারিখ: 30/11/2024
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
শ্রেয়ী ইকুইপমেন্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**মেসার্স চকদিঘি এফ এল অফ শপ (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৌশিখ কুমার সাহা, পিতা সরোজ কুমার সাহা, গ্রাম এবং পো : চকদিঘি, থানা : জামালপুর, জেলা : বর্ধমান , ৭১৩৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং শ্রী কৌশিক কুমার সাহা, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স চকদিঘি এফ এল অফ শপ, পিতা সরোজ কুমার সাহা , গ্রাম : নতুন গ্রাম, চকদিঘি, পো : চকদিঘি, থানা : জামালপুর, জেলা : বর্ধমান, ৭১৩৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা :** দশঘড়া।	৩১.০৮.২০২৪ এবং ২৯.১১.২০২৪	**২২,০৪০,০১৪ টাকা** (বাইশ লাখ চল্লিশ হাজার চোদ্দ টাকা) ৩১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০১.০৯.২০২৪ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৪.০২ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সুরা, জেএল নং ৪২, প্লট নং ৪৫৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৫, থানা : জামালপুর, জেলা : বর্ধমান, চকদিঘি নতুন গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬২৭-২০০৬ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ১৭৪ থেকে ১৮৭, এডিএসআর জামালপুর, শ্রী কৌশিক কুমার সাহার নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** রুস্তম মল্লিকের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** চকদিঘি-তারকেশ্বর রোড; **পূর্বে :** সুবল মান্নার সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** বালা দাসী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ- ২৯.১১.২০২৪, স্থান- চকদিঘি
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৭.১২.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১০.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৭.১২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **৩,০৮,৪৬,৭৭৬.৮৯ টাকা ২২.১০.২০২৪ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী মা মিনি রাইস মিল, অংশীদার এবং জামিনদাতা : ১) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষ ২) শ্রী মুরারি মোহন ঘোষ ৩) শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ ৪) শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ ৫) শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ ৬) শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ এবং জামিনদাতা : শ্রীমতি হরিপ্রিয়া ঘোষ**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৫৩.৯৯ টাকা এবং বায়না জমা ৫,৪০,০০০.০০ টাকা
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জমি এবং ভবন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং রাইস মিল ফ্যাক্টরি শেড অবস্থিত মৌজা : বাহারপুর, পো : বেলকাশ, প্লট নং ১৮০৭, ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২ এবং ২১৫১। খতিয়ান নং ৮০৬, ৩৩৫, ৪৪২, ৮৪১, ২৫৯, জেএল নং ২২, মোট জমি ৮১ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৮৭, ১-১১২, ১-৮১০৪। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি হরিপ্রিয়া ঘোষ স্বামী শ্রী গোকুল চন্দ্র ঘোষ, মৌজা : বাহারপুর, পো : বেলকাশ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮১২, খতিয়ান নং এল আর ৫৭৮, জেএল নং ২২, দলিল নং ১-১০৪-১৯৬১ সালের। মোট জমি ১৫ শতক। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি স্বত্বাধিকারী ধনঞ্জয় ঘোষ, মৌজা : বাহারপুর, পো বেলকাশ, জেএল নং ২২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮১৩, খতিয়ান নং এলআর ৮৪১, দলিল নং ১-৪৩৭৪-২০১০ সালের। মোট জমি ৩০ শতক।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ৩০.১১.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

॥ নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা **মহাপ্রভু সার্ভিস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড** এর সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী **২২/১২/২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০ টায়** সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নেবর্ণিত নির্ঘণ্ট অনুসারে ৬ জন পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ও সদস্যা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

A.R.O
Mahaprabhu Service Co-operative Society Ltd

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ইহার মধ্যে নির্বাচন পরিচালন সংখ্যা ৬ জন এর মধ্যে ১ জন তপশীলি জাতি বা উপজাতি, ২ জন মহিলা নির্বাচিত হইবে।

ক্র . নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	মনোনয়নপত্র বিলি	০৫/১২/২০২৪ ও ০৬/১২/২০২৪	সমিতির কার্যালয়ে	১১ টা হইতে বেলা ৩ টা পর্যন্ত
২	মনোনয়নপত্র পেশ	০৫/১২/২০২৪ ও ০৬/১২/২০২৪	ঐ	ঐ
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৯/১২/২০২৪	ঐ	বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০৯/১২/২০২৪	ঐ	দুপুর ১টা
৫	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহার	১৩/১২/২০২৪	ঐ	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত
৬	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	১৩/১২/২০২৪	ঐ	বৈকাল ৩টার পর
৭	ভোট গ্রহনের তারিখ, স্থান এবং সময়	২২/১২/২০২৪	ঐ	১১ টা হইতে বেলা ৩ টা পর্যন্ত
৮	ভোট গণনা	২২/১২/২০২৪	ঐ	ভোট গ্রহনের শেষে
৯	ফল ঘোষণা	২২/১২/২০২৪	ঐ	ভোট গণনার শেষে

বিদ্র: নমিনেশন ফর্ম বিনামূল্যে সমিতি অফিসে পাওয়া যাবে। প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক সদস্য/ সদস্যাগণ সমিতি অফিস হইতে নমিনেশন ফর্ম সংগ্রহ করিতে পারিবেন। নমিনেশন পেপার এর সাথে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যে কোন একটি বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে । পরিচালকমণ্ডলীর যোগ্যতা :- পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) ধারা পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর ৪২ নিয়ম মোতাবেক হইবে।

A.R.O
Mahaprabhu Service Co-operative Society Ltd

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২.০২.১৯৫৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U36100WB1955PTC022135
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা - হোল্ডিং নং ৪০৮, ও.বি. রোড, ওয়ার্ড নং ৬, পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৭.১১.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৬.০৫.২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**অভিষেক গুপ্তা** আইপি রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, ১ম তল, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	bkroy.cirp@gmail.com সিকে-১০৪, সেক্টর ২, ১ম তল, সল্টলেক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১১.১২.২০২৪**
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **মেসার্স বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২৭.১১.২০২৪** তারিখে।
মেসার্স বি কে রায় প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১১.১২.২০২৪** তারিখেঅর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং
IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499

তারিখ : ৩০.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

শিডিউল ॥ ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (লিকুইডেশন প্রসেস)
রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
মেসার্স স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৭.০২.২০০৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U63090WB2004PTC097876
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রাজশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট ৬, হেস্টিংস পার্ক রোড থানা আলিপুর, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত ৭০০০২৭
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২৭.১১.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৭.১১.২০২৪
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিত কুমার সিং রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	বোর্ডের নিকট ঠিকানা : বিষ্ণু বাটিকা, ব্লক ৪, ২য় তল ফ্ল্যাট - ১এ, কলকাতা - ৭১১২০২ abhit1981@hotmail.com ফোন নং ৯৬৮১৯৯৯৬৭৫ ইমেল : abhit1981@hotmail.com
১০	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল	অফিস ঠিকানা - **অভিত সিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ২ বি টি এম সরণি, ৮ম তল, রুম নং ১১ডি কলকাতা - ৭০০০০১ রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564 ফোন : ৯৬৮১৯৯৯৬৭৫ ইমেল : skyinfra.underliquidation@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.১২.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রা. লি.-এর লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ **২৭.১১.২০২৪** কোডের ৩৩ ধারা অধীনে।
মেসার্স স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **৩১.০৭.২০২২ তারিখে** লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাবিত ফর্ম যা জমা করতে পাওয়া যাবে আইবিবিআই ওয়েবসাইট **https://ibbi.gov.in/home/downloads** থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ২৯.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
শ্রী অভিত কুমার সিং
স্কাই ইনফ্রা লজিস্টিকস প্রা. লি.এর-
লিকুইডেটর সম্পর্কিত

জাতীয় সড়কে গবাদি পশুর বিচরণে বারবার দুর্ঘটনা, উদাসীন প্রশাসন

সোমনাথ মুখার্জি

পাণ্ডবেশ্বর: যত কাণ্ড ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বারবার সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক দুর্ঘটনার খবর। এর আগেও সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিন হোক বা রাত্রি অনবরত বিচরণ করছে গবাদি পশু, যার ফলে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কিছুদিন আগে দুর্গাপুজোর সময় পাণ্ডবেশ্বর ফ্লাইওভারের ওপরে গাড়ির ধাক্কায় এক গবাদি পশু মারা যায় এবং তার কিছুদিন পর ২২ নভেম্বর ভোরে পাণ্ডবেশ্বর ফুলবাগান মোড়ে গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় আরেক গবাদি পশু। দু' দুবার পথ দুর্ঘটনায় মারা যায় গবাদি পশু, তা সত্ত্বেও ঘুম ভাঙছে না প্রশাসনের। তা হলে কি আরও কিছু বড় দুর্ঘটনা হওয়ার পরই ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? এই প্রশ্ন ঘুরছে এলাকার সাধারণ মানুষের মনে।

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের হরিপুর বাজার, ট্রেনিং সেন্টার ও পাণ্ডবেশ্বর বাজারের যানজটের সমস্যায় জেরবার সাধারণ মানুষ। রানিগঞ্জ থেকে সিউড়ি যাওয়ার রাস্তায় হরিপুর বাজারে যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন যত বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে, তাই হরিপুর বাজারের রাস্তা ওয়ান ওয়ে হওয়ার কারণে যানজটের সমস্যা বেড়ে চলেছে। আর সেই যানজটের শিকার হচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষ। হরিপুর বাজারের জাতীয় সড়কের ওয়ান ওয়ে রাস্তা রয়েছে সেটা আরও চওড়া করার দাবি জানান সাধারণ মানুষ।

অপরদিকে পাণ্ডবেশ্বরের ফুলবাগান মোড় থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত প্রতিনিয়ত যানজট লেগে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল, কলেজ, থানা, হসপিটাল এবং এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর। এই যানজটের কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে ইমারজেন্সি রোগী সহ সকলকে। এ রাস্তা দিয়ে অনবরত পারাপার হচ্ছে পাণ্ডবেশ্বর থানার গাড়ি ও পাণ্ডবেশ্বর ট্র্যাফিক গার্ড আধিকারিকের গাড়ি। সবকিছু দেখে ও অনড় রয়েছে প্রশাসন এমনটাই দাবী করেন গাড়ির চালক সুকুর খান। এলাকার বাসিন্দা বাবলু গণ জানান, জাতীয় সড়কে বারবার দুর্ঘটনা এবং যানজটের জন্য প্রধান দায়ী ট্র্যাফিক পুলিশই। তাদের হাতে যানজট মুক্ত করার কোনও সময় নেই তাদের এখন মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই টাকা তোলা আর কেউ ন্যায্য কথা বলতে গেলে তাঁকে কেস দেওয়া, এটাই হচ্ছে পুলিশের প্রধান কাজ।

হরিপুর থেকে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়ার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে রয়েছে একাধিক বাম, তাতে নেই কোনও মার্ক নেই কোনও রাস্তার চিহ্নিতকরণের জন্য রেডিয়াম। যার ফলে শীতের দিনে ঘন কুয়াশায় দূরপাল্লা গাড়ি যাওয়ার সময় সেই বামগুলি তাদের নজরে পড়ে না ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য পাণ্ডবেশ্বর ট্র্যাফিক গার্ডের আধিকারিককে দায়ী করেছেন দূরপাল্লার গাড়ির চালকরা। এছাড়াও গাড়ির কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলেও গাড়িতে ওভার লোড না থাকলেও, ট্র্যাফিক গার্ডকে তোলা চাইছে, আর তোলা না দিলেই নিতে হচ্ছে মোটা অংকের কেস। এমনটাই দাবি করছেন দূরপাল্লা গাড়ির চালকের একাংশ।

ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধের দাবিতে জলপথে প্রতিবাদ যাত্রা মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ধ্বংসাত্মক এবং অতিরিক্ত মৎস্য শিকারের ফলে নদী ও সমুদ্রে মাছের পরিমাণ ব্যাপক হারে কমতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিন আদৌ সামুদ্রিক মাছ বাঙালির পাতে পড়বে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এর জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা। তাঁদের অভিযোগ, ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের ফলে ইতিমধ্যেই উপকূলের কাছে মাছের সংখ্যা কমে গিয়েছে অনেকটাই। ফলে তাঁদের জীবন জীবিকাও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধ এবং নদী ও সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সমষ্টিগত পাট্টা প্রদানের দাবিতে জলপথে অধিকার যাত্রার ডাক দিল দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জলপথে এই নৌপ্রচার শুরু হয়েছে। শেষ হবে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায়। কুড়ি দিন ধরে এই প্রচার চালানো হবে বলে মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে খবর। মাঝে বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবীদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা শিবির ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে মৎস্যজীবীদের নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় ফেডারেশনের সহ সভাপতি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক মিলন দাস, জেলার সহমৎস্য অধিকর্তা(সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ প্রমুখ।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় ফেডারেশনের সহসভাপতি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'নদী ও সমুদ্রে অবৈধভাবে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারে লিপ্ত থাকছে অসাধু ব্যক্তিরা। মশারির জাল, রাসায়নিক, বিষ এমনকি বিদ্যুতের শক দিয়েও মাছ ধরা হচ্ছে। এরফলে উপকূলের কাছে মাছের সংখ্যা কমছে। ধ্বংসাত্মক শিকার নিয়ে আগেই রাজ্য সরকারকে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে নতুন আইন এনে কার্যকর না করলে আগামী দিন সামুদ্রিক মাছের যোগানে ঘাটতি দেখা দেবেই।'

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক মিলন দাস বলেন, 'জলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে আমরা একাধিক দাবি নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত জলপথে অধিকার যাত্রার ডাক দিয়েছি। আমরা চাই অবিলম্বে মৎস্যজীবীদেরকে জলের জন্য সমন্বয় পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।'

দুর্ঘটনায় বিধায়কের ভাইপোর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মোটর বাইকে করে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুর্গাপুরের বিধায়ক নরেন চক্রবর্তীর ভাইপোর। মৃত ওই ব্যক্তির নাম তুহিন কুমার চক্রবর্তী। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বীরজোর এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ সাঁতরা। তার বাড়ি পানাগড়ের কাঁকসা থানা এলাকায়। শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানার অন্তর্গত বেনাগড়িয়া মোড়ের অদূরে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন একটি মোটর বাইকে করে যাওয়ার পথে সাঁতুড়ির বেনাগড়িয়া মোড়ের অদূরে রাস্তার ওপর তাদের দু'জনকেই স্থানীয়রা পড়ে থাকতে দেখে সাঁতুড়ি থানার পুলিশকে খবর জানালে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে তুহিন কুমার চক্রবর্তীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই হাসপাতালের ডাক্তার। অপর জনকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হোমগার্ডদের নিয়ে পুলিশের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত হোমগার্ড ও এনভিএফ বাহিনীর প্রথম ঐতিহাসিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শহিদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার এসপি ধৃতিমান সরকার, দেবশ্রী সান্যাল, এসআরপি খড়গপুর, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, (কো-অর্ডিনেটর, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি) বিজিতাশ্ব রাউৎ (কনভেনার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি), রুহুল আমিন আলী শাহ, কনভেনার (কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি), পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কল্যাণ পর্ষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সমস্ত শাখার হোমগার্ড এবং এনভিএফ এর প্রতিনিধিগণ। হোমগার্ড ও এনভিএফদের নিয়ে ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক সম্মেলন এই প্রথম।

মালদা, অলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, সুন্দরবন ও বনগাঁ সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ২৫০০ হাজারো এনভিএফ এসেছেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একটি শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠিয়েছেন।

সভায় রাজ্য হোমগার্ড কর্মীগণের জন্য স্থায়ীকরণ, আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। যেখানে দৈনিক ভাতা ৬২৫ টাকা থেকে ৯০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গৃহিত হয়। ফি বছর নির্দিষ্ট মাসে ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট পাবে।

সম্মেলনে সর্বমোট ১০টি ওঠা দাবি গৃহিত হয়। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার বিশেষ হোমগার্ড কর্মীদের ক্ষেত্রে বাসস্থান, মেডিক্যাল ও শিশুদের শিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা করেছেন সমস্ত হোমগার্ড কর্মীদের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম লাগু করার কথাও উঠেছে।

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ

গ্রেপ্তার বিজেপি মণ্ডল সহ সভাপতি সহ চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত ৫ নভেম্বর কালীপুজোর চাঁদা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বালিডোবা গ্রামের বাসিন্দা মানসিক ভারসাম্যহীন রাজকুমার কুন্ডুকে বিজেপির কোতুলপুর ৪ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি বিকাশ দে বেধড়ক

মারধর করেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, পরে তাঁরই চার সাগরেদকে নিয়ে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে একটি ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দেন। পরিবারের অভিযোগ, তখন জলে তাঁকে বিষ খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ঘর থেকে বের করে হাসপাতালে ভর্তি করলে ৭ নভেম্বর বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে জয়পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের পরই ওই দিনেই দিলীপ দে নামের এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছিল জয়পুর থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে মূল অভিযুক্ত ওই বিজেপি নেতা বিকাশ দে সহ তাঁর আরও দুই সাগরেদ বলরাম কুন্ডু, প্রদীপ কুন্ডুকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করে জয়পুর থানার পুলিশ। অর্থাৎ এই ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা চার। শুক্রবার তিন অভিযুক্তকে তোলা হল বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে জয়পুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। বিজেপি নেতা গ্রেপ্তারের ঘটনায় শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তরজা।

পিএইচইর জলকে মজুত সহ একাধিক অভিযোগে বাড়ি পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জল জীবন মিশন প্রকল্পে পিএইচইর মাধ্যমে খণ্ডঘোষ ব্লকের প্রত্যেকটি গ্রামে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে জল। কিন্তু সেই জলের লাইন থেকে অবৈধ ভাবে পাম্প মেশিন বসিয়ে জল জীবন মিশন প্রকল্পের পিএইচইর জলকে মজুত করে রাখা হচ্ছে ট্যাঙ্কের মধ্যে। এমনই অভিযোগ আসছে ব্লক প্রশাসনের কাছে। অভিযোগ আসার পরেই খণ্ডঘোষ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিক কুমার ব্যানার্জি, খণ্ডঘোষ থানার অফিসার ইনচার্জ পঙ্কজ নস্কর ও খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ সাইফুদ্দিন চৌধুরী শুক্রবার খণ্ডঘোষ ব্লকের শাখারী ২ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েত, খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েত ও লোদনা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পিএইচই জলের কানেকশন সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি তাঁরা দেখেন বেশ কিছু বাড়িতে পিএইচই জলের কানেকশন থেকে পাম্পের মাধ্যমে ট্যাঙ্কে জল মজুদ করে রাখা হচ্ছে। আবার অন্যান্য বাড়িতে পিএইচইর জল ব্যাপক পরিমাণে অপচয় করা হচ্ছে। উপস্থিত আধিকারিকেরা সেই সমস্ত বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে অযথা জল অপচয় বন্ধ রাখা এবং পিএইচইর কানেকশন থেকে পাম্প লাগিয়ে জল মজুদ করে না রাখার নির্দেশ দেন ও পিএইচইর কানেকশন থেকে দ্রুত পাম্প মেশিন খুলে নেওয়ারও নির্দেশ দেন।

খণ্ডঘোষ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিক

কুমার ব্যানার্জি বলেন, 'প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষকে সচেতন করে দিয়ে গেলাম অযথা জল যাতে অপচয় না করে পাশাপাশি যে সমস্ত বাড়িতে পিএইচই কানেকশন থেকে পাম্পের মাধ্যমে জল ট্যাঙ্কে মজুদ করা হচ্ছে। সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যদি কোনও ব্যক্তি এই নির্দেশকে অমান্য করেন তা হলে আমরা তাদের বাড়ির পিএইচইর জলের কানেকশন কেটে দেব পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।'

রাস্তা নেই, জল, কাদা ডিঙিয়ে বিষধর সাপের উপদ্রব

প্রাণ হাতে স্কুল যাতায়াত, আতঙ্কে অভিভাবক-শিক্ষকরা

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ। কিন্তু সেই পথ পাকা করার চিন্তা তো দূর অস্ত এক ট্রাক্টর মোরাম দেওয়ার কথাও ভাবেনি কেউ। আলপথে স্থানে স্থানে জমে রয়েছে হাঁটু সমান কাদা জল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা আলপথে পদে পদে বিষধর সাপের উপদ্রব। কিন্তু তার থেকেও বড় বালাই লেখাপড়ার চাহিদা। অগত্যা প্রাণ হাতে করেই দৈনন্দিন স্কুলে যাতায়াত করতে বাধ্য হয় ৩ টি গ্রামের পড়ুয়ারা। স্কুলে পাঠিয়ে আতঙ্কে থাকেন অভিভাবকরা। আতঙ্কে থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষও। কিন্তু সেই আতঙ্কে কার কী যায় আসে?

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের নূতনগ্রাম, হালাইগড়িয়া, বাগরাকোন্দা গ্রাম। এই তিনটি গ্রামের সব মিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা শতাধিক। স্থানীয় এলাকায় হাই স্কুল বলতে গ্রামগুলি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বিহারজুড়িয়া হাইস্কুল। রাস্তা না থাকায় এই দেড় কিলোমিটার পথই কার্যত দুর্গম ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাছে। আলপথের জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে হাঁটু সমান জল কাদা। বর্ষায় সেই রাস্তার পুরোটাই ঢাকা থাকে জল আর কাদায়। সারা বছরই হাতে চটি জুতো নিয়ে গ্রাম থেকে স্কুল যেতে হয় পড়ুয়াদের। আলপথের বেশিরভাগটাই ঝোপঝাড়ে ঢাকা থাকে বছরভর। যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে মৃত্যুদূত বিষধর সাপ ও পোকা মাকড়। কিন্তু সে পথ মাড়াতে না চাইলে ৬ কিলোমিটার ঘুরপথে যে পৌঁছাতে হবে স্কুলে। অগত্যা দেড় কিলোমিটার দুর্গম আলপথই ভরসা এলাকার পড়ুয়াদের। স্কুলে পাঠিয়ে চূড়ান্ত আতঙ্কে থাকেন অভিভাবকরা। যাতায়াতের পথে পড়ুয়াদের বিপদের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরি হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে লাগানো হয়েছে বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোর্ডিং। কিন্তু পথশ্রী প্রকল্পে পাকা রাস্তা তো দূর অস্ত, দুর্গম এই আলপথে সামান্য মোরাম দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি প্রশাসন। রাস্তার এমন হাল অজানা নয় প্রশাসনের। স্থানীয়দের দাবি, বারংবার প্রশাসনকে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু হাল ফেরেনি রাস্তার। বিজেপির দাবি, পথশ্রী প্রকল্পের বিজ্ঞাপনই সার। রাজ্যের রাস্তার হাল বহু ক্ষেত্রে এমনই। রাজ্যের শাসক দল ও সরকারের মুখের কথা এক আর বাস্তব চিত্র আরেক এই ঘটনা তারই প্রমাণ। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের দাবি, একদিকে জমির অভাব অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে কোনও আবেদন জমা না পড়াতেই ওই রাস্তা করা সম্ভব হয়নি। আবেদন জমা পড়লেই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।

এরপর আদৌ কী ফিরবে ওই রাস্তার হাল নাকি রাজ্যের আর পাঁচটা প্রকল্পের মতো এক্ষেত্রেও শাসক বিরোধী দড়ি টানাটানিতে বছরের পর বছর দুর্ভোগের শিকার হবে খুদে পড়ুয়ারা? উত্তরটা অজানা সকলের কাছেই।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ৩১-১২-২০২৪ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
বগুলা শাখা **ঋণগ্রহীতা: চঞ্চল কুমার মজুমদার** **গ্যারান্টার: সুপ্রিয় মজুমদার** ঠিকানা: পিতা- নিখিল মজুমদার গ্রাম ও পোস্ট- ডালুইবাড়ি, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি আরসিসি ভবন মৌজা : ডালুয়াবাড়ি, জেএল নং ৪৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৯, ১৫০, আরএস খতিয়ান নং ৭৩১, এলআর খতিয়ান নং ২৫৮ (ও), ১০৮৯(এন), গ্রাম: ডালুয়াবাড়ি, গরীবপুর, ডালুয়াবাড়ি গরীবপুর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, পো ডালুয়াবাড়ি, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন: ৭৪১৫০৪, বাহিরগাছি গ্রাম প্রঞ্চায়েত, দলিলের দাগ নং ১৪৯-১.৫৮৩৫ ডেসিমেল এবং দাগ নং ১৫০-১.১৬৬৫ ডেসিমেল অনুযায়ী সাব -রেজিস্ট্রার অফিস রানাঘাট -২।	**১১,৮০,৫৩০.০৩ টাকা** ০২.০২.২০২৩ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	০২.০২.২০২৩ এবং ১২.০৫.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	৬,২৫,০০০/- টাকা এবং ৬২,৫০০/- টাকা
বারাসাত শাখা **ঋণগ্রহীতা: রাজা বিশ্বাস** ঠিকানা: ১১ই ঠাকুর রামকৃষ্ণ রোড, পোস্ট- নোনা চন্দনপুকুর, থানা- ব্যারাকপুর, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি প্লট এবং জমির পরিমাণ ১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ১৭৮০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ০৩, তৌজি নং ১৫১৩, আরএস নং ১৭,সিএস এবং আরএস দাগ নং ১৮৬১, সিএস খতিয়ান নং ১০৯৩, আরএস খতিয়ান নং ২৫০৭, কামারহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ , হোল্ডিং নং ৫, শ্রী রাজা বিশ্বাস এর নামে, দলিল নং ১-১৪৬৩৭/২০২১।	**৩৮,৯৩,৩৭৯.৮০ টাকা** সহ ২৮.১০.২০২২ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	১৭.১২.২০২২ এবং ২৮.০৩.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	৩৭,০০,০০০/- টাকা এবং ৩,৭০,০০০/- টাকা
ব্যারাকপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা: সুমন সাহা** পিতা- সুনীল চন্দ্র সাহা ঠিকানা: ৪র্থ ফ্লোর, এমেরাল্ড কমপ্লেক্স, মৌজা-অহরমপুর (মধ্যমগ্রাম- নিউ ব্যারাকপুর এবং ৮ নং রেল গেটের কাছে), হরিপদ বিশ্বাস সরণি, পোস্ট ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড নং-১, হোল্ডিং নং-১০, উত্তর ২৪ পরগনা- ৭০০১৩১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯১৪ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, (জি+৪)তলা বসবাসের ভবনে নাম এমার্ল্ড অবস্থিত মৌজা : অহরামপুর, জেএল নং ৩৫, আরএস নং ৯৭, তৌজি নং ১১৫৮, সিএস প্লট নং ১০৭, আরএস দাগ নং ১৩৪১, এলআর দাগ নং ৭৬১ বেং ৭৬২, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৯, ১৯৯২, পুরসভা হোল্ডিং নং ১০, হরিপদ বিশ্বাস সরণি, ওয়ার্ড নং ১, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, থানা : নিউ বারাকপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ১৫০১০৭৮৯৪, তারিখ ০৫.০৯.২০২২।	**২৩,৪১,০২৬.৩৭ টাকা** ২৯.০৯.২০২৩ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	২৯.০৯.২০২৩ এবং ১৫.১২.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৯,০০,০০০/- টাকা এবং ১,৯০,০০০/- টাকা
চাকদহ শাখা **ঋণগ্রহীতা: ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোং** **স্বত্বাধিকারী- হর প্রসাদ ঘোষ** **গ্যারান্টার: শ্রী রাম প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমতী তুফানি ঘোষ** ঠিকানা: লালপুর, পোস্ট/থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১২২২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পামলিয়া, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬১৪, এলআর দাগ নং ৬১৪/৯১১, আরএস খতিয়ান নং ২৯২, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৫, তাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, লালপুর (গোয়েঙ্কা), পো : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পরিমাণ ৪.০০ ডেসিমেল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : নিতাই দত্ত এর জমি, পূর্বে : অন্যান্যর জমি। পশ্চিমে : বাসুদেব ঘোষের ভবন। (বন্ধকদাতা : শ্রী হর প্রসাদ ঘোষ)।	**৪০,০০,৯৩৬.৮৫ টাকা** ২০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং তদুপরি চার্জ	৩০.০৫.২০২৩ এবং ০১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	৭৫,০০,০০০/- টাকা এবং ৭,৫০,০০০/- টাকা
হাবরা শাখা **ঋণগ্রহীতা: ছালামত মন্ডল ও সাহানারা মন্ডল** **গ্যারান্টর: সজল সমদ্দার** ঠিকানা: পিতা- লোকমান মন্ডল গ্রাম-ময়না, পোস্ট- কলোনি সিমুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা	জমি এবং ভবন মৌজা : ময়না, জেএল নং ১৩, খতিয়ান নং ৫১৮, দাগ নং ৮১২, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪৩২৪৯।	**৮,৫৫,৫৯৯.৪৩ টাকা** ২৩.১০.২০১৮ অনুযায়ী সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	২৩.১০.২০১৮ এবং ০৭.০৬.২০১৯ (প্রতীকী দখল)	১৩,০০,০০০/- টাকা এবং ১,৩০,০০০/- টাকা
সল্ট লেক শাখা **ঋণগ্রহীতা: মানস কুমার ঘোষ ও রত্না ঘোষ** ঠিকানা: গ্রাম-বামনগাছি কাশিমপুর রোড, পোস্ট-বামনগাছি, জেলা- ২৪ পরগনা(উঃ)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ০৪, ২য়তলে, শ্রীরাম কুঠী নামের বহুতল ভবনে, হোল্ডিং নং ১০৩, মৌজা : ঘিচড়িয়া এবং চক্রঘণ্টা, জেএল নং ২৫ এবং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ২৭৫৩ এবং ১২৪২, ১২৪৩, ঋষি অরবিন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ১৯, মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৫২৫-০৮০২৪/২০১৯ তারিখ ২৬.০৮.২০১৯।	**৪,৮৫,২৩৭.৬৮ টাকা** ১৫.১০.২০২২ অনুযায়ী সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	১৫.১০.২০২২ এবং ০৬.০৩.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৭,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,৭৫,০০০/- টাকা
সোদপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা: শিব রঞ্জন ঘটক** ঠিকানা: ৬২ সরসুনা মেইন রোড, চ্যাটার্জি পাড়া, ঠাকুরপুকুর ছয় মন্দিরের কাছে	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তলে, পরিমাণ ৭৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ঠিকানা : দাস অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, মৌজা : খড়দহ, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ২৮৯৬,আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, এলআর দাগ নং ৫৩১৭, ওয়ার্ড নং ১৭, খড়দহ পুরসভা, থানা: খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১৭।	**১৮,৭৭,৬২৮/- টাকা** ১৪.০৯.২০২২ অনুযায়ী সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	১৪.০৯.২০২২ এবং ১৫.১২.২০২২ (প্রতীকী দখল)	১৮,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,৮৫,০০০/- টাকা
সোদপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা: সুশান্ত ব্যানার্জী ও সুস্মিতা ব্যানার্জি** ঠিকানা: ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ব্লক- এ, কলকাতা ৭০০০০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৫ম তলে , দাস অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, দাস পাড়া, মৌজা : খড়দহ, জেএল নং ২,তৌজি নং ১৪৫,২৯৯৮, আরএস দাগ নং ১৭, ওয়ার্ড নং ১৭, পোঃঅঃ : বি ডি সোপান, থানা : খড়দহ, কলকাতা : ৭০০১১৬,খড়দহ পুরসভা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**২১,৭৬,৫৫৮.২৯ টাকা** ০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	০১.০৬.২০২৩ এবং ২৫.০৯.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৮,০০,০০০/- টাকা এবং ১,৮০,০০০/- টাকা
বিরাটি শাখা **ঋণগ্রহীতা: মহঃ হাজিজুল আলম** ঠিকানা: পিতা-আবুল কাশেম, গ্রাম- বোকুন্দ, পোস্ট-বৈদ্যপুর, জেলা-উঃ ২৪ পরগনা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : বৈদ্যপুর, তৌজি নং সাবেক ১৪৬,এবং হাল ১২,জেএল নং ১৫০, এলআর খতিয়ান নং ৬৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯২,ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম এবং পোঃঅঃ : বৈদ্যপুর, থানা : বারাসত বর্তমানে শাসন, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৩ (স্বত্ব দলিল নং ১-০৫২৭৫-২০১৫ সালের)।	**৫,৪৯,৯৮৫.৯০ টাকা** ১১.১০.২০২৩ অনুযায়ী সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ	১১.১০.২০২৩ এবং ০৩.০২.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	১২,০০,০০০/- টাকা এবং ১,২০,০০০/- টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in/** -এর মাধ্যমে হবে।

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ৩১.১২.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২০.১২.২০২৪ এবং ২১.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**

(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://ebkray.in/** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। **সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২৩৩৭-০০৪৯ নম্বরে, শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১৮২৪৯৩২৮৫৪৭) অথবা শ্রীমতী কুমারী শিল্পী (+৯১৯০৩১১৫৭৬৩৬) -এর সঙ্গে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।

(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ৩০.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**

(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**

(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ % অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ৩০ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**

(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।

(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।

(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।

(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ৩০.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মোদির স্মৃতিভ্রংশ মন্তব্য নিয়ে রাহুলকে পালটা দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতোই স্মৃতিভ্রংশের অসুখে ভুগছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল রাহুল গান্ধিকে। কংগ্রেস নেতার এহেন মন্তব্যে অবশেষে প্রতিক্রিয়া জানাল মোদি সরকার। এমন মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক বলেই মন্তব্য বিদেশ মন্ত্রকের।

কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে ভোটপ্রচারে জনসভায় রাহুল বলেন, 'আমার বোন আমাকে বলছিল ও মোদিজির ভাষণ শুনেছে। আর সেখানে আমরা যা বলি, মোদিজি সেকথাই বলেছেন। আমি জানি না। মনে হয় উনি স্মৃতিভ্রংশের অসুখে ভুগছেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও কথা বলার সময় ভুলে যান। তাঁকে পিছন থেকে মনে করিয়ে দিতে হয়। উনি নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন। একই ভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন।' সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'গত এক বছর ধরে আমি বলে চলেছি বিজেপি তাদের ভাষণে সংবিধানকে আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু মোদি বলছেন কংগ্রেসই নাকি সংবিধানকে আক্রমণ করছে। উনি জানতে পেরেছেন মানুষ ক্ষুব্ধ। তাই উনি বলছেন আমি নাকি সংবিধানকে আক্রমণ করছি।'

রাহুলের এহেন মন্তব্যের জবাব দিতে এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক বহুমুখী। আর সেই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে পারস্পরিক সম্মান, অঙ্গীকার, একাত্মবোধ ও ঐকান্তিকতার উপরে। আমরা এই ধরনের মন্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলেই দেখছি।' তাঁর মতে এহেন মন্তব্য কখনওই আমেরিকার প্রতি ভারত সরকারের মনোভাবের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

দিল্লিতে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোহিণীর স্কুলে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: দিল্লির প্রশান্ত বিহারে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বোমাতঙ্ক ছড়াল রোহিণী এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শুক্রবার ইমেলে হুমকিবার্তা পায় রোহিণীর ওই স্কুল। হুমকি দেওয়া হয়, বোমা মেরে স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর এই হুমকিবার্তা পাওয়ার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে স্কুলে আসে পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড। আসে দমকলও।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা স্কুল খালি করিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। তবে কোথা থেকে এই হুমকিবার্তা এসেছিল, বার্তাপ্রেরক কে বা কারা তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রশান্ত বিহারে বৃহস্পতিবার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুলিশ। ঘটনাচক্রে, বৃহস্পতিবার প্রশান্ত বিহারের যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেখান থেকে রোহিণীর এই স্কুল এক কিলোমিটার দূরে। তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালানো হয় স্কুল চত্বর এবং আশপাশের জায়গাগুলিতে।

পুলিশ জানিয়েছে, সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে হুমকি মেল পান স্কুল কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের দ্রুত বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। খবর দেওয়া হয় অভিভাবকদের। এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পড়ুয়াদের অভিভাবকেরাও। যদিও পড়ুয়াদের নিরাপদে স্কুল থেকে বার করে দেয় পুলিশ এবং দমকল। বৃহস্পতিবার প্রশান্ত বিহারের ঘটনায় কম তীব্রতার বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই ঘটনার মাসখানেক আগে গত অক্টোবরে রোহিণীরই এক সিআরপিএফ স্কুলের বাইরে বিস্ফোরণ হয়েছিল। যদিও সেই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় কনসুলেটের কর্মীদের উপর নজর রাখছে ট্রুডো সরকার!

ওটায়া, ২৯ নভেম্বর: ভারতীয় কূটনীতিকদের উপর নজরদারি চালাচ্ছে কানাডা। রাজ্যসভায় এই কথা জানালেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। বৃহস্পতিবার সংসদে তিনি বলেন, ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় কনসুলেটের সমস্ত কর্মীকে কানাডা প্রশাসন জানিয়েছে যে তাঁদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। ব্যক্তিগত কথোপকথনেও 'আড়ি পাতছে' জাস্টিন ট্রুডোর সরকার।

রাজ্যসভায় প্রশ্ন করা হয়, কানাডায় কর্মরত ভারতীয়রা কি কোনওভাবে নজরদারির আওতায় রয়েছেন? সেই প্রশ্নের লিখিত জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী জানান, কয়েকদিন আগে ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় কনসুলেটের আধিকারিকদের কানাডা প্রশাসন জানায়, কূটনীতিকদের উপর নজরদারি হচ্ছে। আগেও ভারতীয় কূটনীতিকদের উপরে নজর রাখা হত। অডিও-ভিডিও দুরকমভাবেই ভারতীয় কূটনীতিকদের গতিবিধি চোখে চোখে রাখছে কানাডা প্রশাসন। এমনকী কূটনীতিকদের ব্যক্তিগত কথোপকথনেও আড়ি পাতছে কানাডার প্রশাসন। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, কানাডা সরকারের এমন পদক্ষেপের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে ভারত। নয়াদিল্লির কানাডা হাই কমিশনে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এইভাবে নজরদারি চালানোটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে। কূটনীতিকদের উপর নজরদারি চালানোর পাশাপাশি সাইবার ক্ষেত্রেও ভারতকে 'বিপজ্জনক' তকমা দিয়েছে কানাডার একটি রিপোর্ট। সেই প্রসঙ্গ জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরকে গুলি করে হত্যা করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। এই ঘটনার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ করেন ট্রুডো। যদিও ভারত সে অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে। এই ইস্যুতে দুই

উল্লেখ করে কীর্তিবর্ধন বলেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই নেতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে কানাডা।

উল্লেখ্য, ভারত-কানাডা সম্পর্কের টানাপোড়েনের সূত্রপাত ২০২৩ সালের জুন মাসে। কানাডায় এক গুরুদ্বারের বাইরে খলিস্তানি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। তবে বার বার অভিযোগ তোলা হলেও খলিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনে ভারতীয় এজেন্টের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ দিল্লির হাতে তুলে দেয়নি কানাডা।

১৫ দিন ধরে বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার'

সুরাত, ২৯ নভেম্বর: সিবিআই অফিসার হিসাবে পরিচয় দিয়ে গুজরাতের এক বৃদ্ধের কাছ থেকে এক কোটি টাকা হাতিয়ে নিলেন সাইবার অপরাধীরা। ১৫ দিন ধরে বৃদ্ধকে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' করে রেখে এই টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি গুজরাতের সুরাতের।

সুরাতের অপরাধদমন শাখা জানিয়েছে, এই ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চিনের একটি দলের সঙ্গে কাজ করতেন ওই পাঁচ জন। তবে মূল চক্রী পার্থ গোপানির এখনও কোনও হদিশ মেলেনি। পুলিশ মনে করছে কম্বোডিয়ায় পালিয়েছেন গোপানি। পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধের কাছে সিবিআই অফিসার পরিচয়ে এক জন ফোন করেন। বৃদ্ধকে বলা হয় তাঁর নামে একটি পার্সেল ধরা পড়েছে। সেই পার্সেলটি মুম্বই থেকে চিনে পাঠানো হচ্ছিল। পার্সেল থেকে মাদক উদ্ধার হয়েছে।

বছর নব্বইয়ের ওই বৃদ্ধ এই ফোন পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁকে হোয়াট্সঅ্যাপ কল করেন এক সাইবার অপরাধী। নিজেকে সিবিআই অফিসার পরিচয় দেন। বৃদ্ধকে জানানো হয়, তাঁর নামের পার্সেল থেকে ৪০০ গ্রাম মাদক উদ্ধার হয়েছে। যদি গ্রেপ্তারি এড়াতে চান, তা হলে কিছু টাকা দিলেই সব মিটিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি না দেন, তা হলে মাদক পাচারের মামলায় তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সকলকে গ্রেপ্তার করা হবে। টানা ১৫ দিন ধরে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে কয়েক ধাপে এক কোটি ১৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন অপরাধীরা। ১৫ দিনের জন্য 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' করে বৃদ্ধের সারা জীবনের সঞ্চয় হাতিয়ে নেন তাঁরা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পুরো খালি হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধের সন্দেহ হয়। তখনই সাইবার সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। সুরাতের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ রমেশ সুরানা, উমেশ জিঞ্জলা, নরেশ সুরানা, রাজেশ দেওরা এবং গুরুং রাখোলিয়া নামে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সম্ভলের মসজিদে সমীক্ষা আপাতত স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: সম্ভলের শাহী জামা মসজিদে সমীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ জানিয়েছে, সমীক্ষা প্রসঙ্গে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না নিম্ন আদালত। বরং সমীক্ষার নির্দেশ নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। হাইকোর্টে যতদিন না এই মামলার শুনানি হচ্ছে, ততদিন মসজিদে সমীক্ষা নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

সম্ভলের শাহী জামা মসজিদ নিয়ে একটি মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিষ্ণু শংকর জৈন। মামলায় তিনি দাবি করেন, অতীতে ওই এলাকায় ছিল হরিহর মন্দির। মুঘল আমলে তা ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়। ১৫২৯ সালে এই কাজ করেন মুঘল বাদশা বাবর। বিষ্ণু শংকর জৈনের মামলার ভিত্তিতে মসজিদ সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের নিম্ন আদালত। মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রবিবার অর্থাৎ দ্বিতীয় সমীক্ষার দিন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়।

তার পরেই নিম্ন আদালতের সমীক্ষার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় জামা মসজিদ কর্তৃপক্ষ। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে শুক্রবার এই মামলার শুনানি হয়। মসজিদ কর্তৃপক্ষ দাবি জানায়, সমীক্ষার নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিতে হবে। সরাসরি স্থগিতাদেশ না দিলেও এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, মসজিদে সমীক্ষা নিয়ে নিম্ন আদালত এখন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

e-Tender Notice

e-TENDER invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/617/24, Tender Notice No: CHOW-II/618/24 Tender Notice No. CHOW-II/619/24 Dated 28/11/2024, Last date of Bid submission 09/12/2024 Technical Bid open 12/12/2024. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P Office.

Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat
Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

NIT No. SFDC/MD/NIT -13(e)/ 2024 -25

SFDC Ltd. Invites a tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work"Supply, Installation, Testing & commissioning of 04 nos New 1.5 Tr Split & 06 nos 1.5 Tr Window type A.C Machines at Nalban Food park, Sec-IV Salt lake, Kolkata - 700091.Last date of (online) bid submission on **09/12/2024 up to 4:00 p.m** and date of opening technical bid on **11/12/2024 at 4.00 p.m**.For details, please visit our web site-www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II, **NIeT No.- 49/ BDO Kh-II/2024-25, Date: 27.11.2024 (2nd Call). Tender ID: 2024_ ZPHD_774725_1 to 7** for Dining Shed. Last date of bids ends on **12.12.2024 up to 06:00 PM.** and **NIeT No.- 50/ EO Kh-II/2024-25, Date: 28.11.2024 (1st Call). Tender ID: 2024_ ZPHD_775626_1 to 7** for High Mast Light under Block area. Last date of bids ends on **09.12.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EO/BDO
Khanakul-II P.S.

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ রুখতে আমেরিকার সঙ্গে বৈঠক করতে রাজি পুতিন

মস্কো, ২৯ নভেম্বর: নির্বাচনী প্রচারে হামলার মুখে পড়েছিলেন সদ্য নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভোটে জয়ের পরেও তাঁর প্রাণের ঝুঁকি এতটুকু কমেনি বলেই মনে করছেন ভ্লাদিমির পুতিন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুশ প্রেসিডেন্টের সাফ বক্তব্য, ভোটের সময়ে ট্রাম্পের রুখতে বর্বরের মতো পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাই রিপাবলিকান নেতার প্রাণের ঝুঁকি এতটুকু কমেনি।

গত জুলাই মাসে পেনসিনভেনিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। অল্পের জন্য তাঁর কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় বুলেট। প্রাণে বাঁচেন ট্রাম্প। তার পরে সেপ্টেম্বর মাসে অভিযোগ ওঠে, গলফ কোর্সে ট্রাম্পকে নিশানা করে রাইফেল তাক করছিল এক ব্যক্তি। এহেন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে বলেই মনে করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। পুতিনের মতে, ট্রাম্পকে রুখতে বর্বরের মতো পদক্ষেপ করা হয়েছে। এমনকী একাধিকবার তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে। আমার মতে, ট্রাম্প এখন মোটেই নিরাপদ নন।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রেসিডেন্টের উপর হামলার ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে জর্জ কেনেডি- আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন চার জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের উপরেও আততায়ী হামলা হয়েছে। আমেরিকার সেই রক্তাক্ত ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে

পুতিন আরও বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মার্কিন ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু নজির রয়েছে। আমার মনে হয় ট্রাম্প যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয়গুলো খেয়াল করে সতর্ক থাকবেন।

দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন পুতিন। জানান, যুদ্ধ থামাতে ট্রাম্প হয়তো কোনও উপায় বের করবেন। যুদ্ধ বন্ধ করতে আমেরিকার সঙ্গে বৈঠক করতেও রাজি পুতিন। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই মার্কিন অস্ত্র নিয়ে রাশিয়ায় হামলা চালাতে ইউক্রেনকে অনুমতি দিয়েছে জো বাইডেন প্রশাসন। তাতে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন পুতিন।

থ্যাঙ্কস গিভিং ডে প্যারেড আয়োজিত হল নিউইয়র্কে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ডব্লু_এলএলএইচ_কনট্র্যাক্ট_১৫_২০২৪-২৫। তারিখ ঃ ২৬.১১.২০২৪; ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন -৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়াতে প্রধান প্রশাসনিক ভবনে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করার কাজ; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৪,৮৪,৫৭৭.৩৬ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৪৯,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টোয়; সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

(MISC-254/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং.ঃ ইএলডি-৩০০- ডব্লুসি-১৮-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৫.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০- ডব্লুসি-১৮-২০২৪-২৫, কাজের নামঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিসনের কৃষ্ণনগর সিটি জং-লালগোলা শাখায় এলসি গেট নং ১৬২/ই, ১১২/ই, ১১৬/ই, ১১৭/ই এবং ১১৮/ই-তে সীমিত উচ্চতার সাব-ওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণের দ্বারা প্রহরাযুক্ত/ প্রহরাবিহীন লেভেল ক্রশিং গেটগুলি অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ওএইচই টেনশন লেংথ-এর সংশোধনের কাজ সহ ২৫ কেভি ওএইচই-র ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ ও প্রতিষ্ঠার কাজ এবং আনুষঙ্গিক কাজসমূহ।'' **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৩২,১৪,৪১৩.২০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থঃ** ২,১৬,১০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **বন্ধ করার তারিখঃ** ১৭.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in**

(SDAH-252/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **4/PGP/SBM(G)/ 2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_776302_1 to 2)** for Construction of Community Modified leachpit under LWM
Bid submission start date (online) **30/11/2024 from 10-00 a.m**
Bid submission closing date (online) **13/12/2024 upto 3-50 p.m**
Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/- Pradhan
Patikabari Gram Panchayat,
Nowda, Murshidabad

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **5/PGP/15th FC/ 2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_776501_1)** for Construction of Solar Water Treat ment plant
Bid submission start date (online) **30/11/2024 from 10-00 a.m**
Bid submission closing date (online) **06/12/2024 upto 3-50 p.m**
Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/- Pradhan
Patikabari Gram Panchayat,
Nowda, Murshidabad

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas
ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist. Invites 5 Nos bids of different works **NIT No 280 To 281/XVFC Tied/NIT/MGP/2024**, and 282 to 284/XVEFC-Untied/ NIT/ MGP/2024, Dated-29/11/2024, Estimated Cost. Including Gst & L. Cess for each scheme is **Rs 349788/-, 247140/-, 447150/-, 449745/-, 349452/-** Only. Scheme wise separate bid is invited respectively. The last date of submission of online Bid is **09/12/2024 upto 12 noon.** For details please visit to our GP Office.

S/D Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman

NOTICE INVITING E-TENDER

E-NIT NO:- 10/BON-1/2024-24, DTD:-28/11/2024 (5TH SFC UNTIED) 1 NO. C.C ROAD IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, BONDUL-1 GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **09/12/2024 UP TO 11.00 A.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. development work(s) under **15th FC Tied & Untied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-11/2024-25, Dated: 29.11.2024.** Bid submission end date: **07/12/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **10/12/2024 at 09.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

ABRIDGED NIT

On behalf of Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 Parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of **Eleven (11) nos Civil works within** the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs. IDs are **173091/-, 173091/-, 1097521/- 293644/- 435545/- and Tender 2024_ZPHD_ 775571_1, 2024_ZPHD_775914_1, 2024_ZPHD_ 775571_2, 2024_ ZPHD_775914_2** respectively. **2024_ZPHD_ 775888_1,** The last Date of submission of Bid (online) is **0612/2024 up to 04:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan,
Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

নং ডব্লুবি-০৮/টিএন/ইডি/ইওবি/২০২৪-২০২৫ তারিখ : ২৭.১১.২০২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচএমসি এলাকায় ১ (এক) টি পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সাম্প্রতিক তারিখ পর্যন্ত জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শুরুর তারিখ : ২৭.১১.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩.১২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in

১০৫(৩)/২৪-২৫
২৯.১১.২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

E-TENDER INVITING NOTICE
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & Po-Nandakumarpur, Ps-Raidighi, South 24 pgs, Pin-743349

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- **I) NKPURGP/ 15TH FC/TUBEWELL/E-NIT-12/2024-25,** Tender Reference no.:-II) **NKPURGP/15TH FC/ROAD/E-NIT-13/2024-25, Date-28/11/2024,** Bid Submission Start- **29/11/2024 at 11:00 AM.** Last date of Bid submission: **09-12-2024 at 02:00** PM, Date of opening: **11-12-2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/- PRADHAN
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে **৩ বছরের জন্য নলহাটি স্টেশন এবং হিন্দমোটর স্টেশনে সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের** নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামের বিষয়টি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের **ই-অকশন লিজিং মডিউল** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-২-আর; ক্র.নং.(১) লট নং/বিভাগ ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ- এনএইচটি-টিওআই-৪২-২৪-১; স্টেশন ঃ** নলহাটি (এনএইচটি); **ক্র.নং.(২) লট নং/বিভাগ ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এইচএমজেড-টিওআই-২৯-২৩-১; স্টেশন ঃ** হিন্দমোটর (এইচএমজেড); **নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা।

(HWH-451/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে অনড় ভারত-পাকিস্তান, পরিস্থিতি জটিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কোথায় হবে, পাকিস্তান, নাকি অন্য কোথাও? এত দিন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল এটাই। কিন্তু আজ আইসিসির এক ভার্চ্যুয়াল সভা কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক;চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কি আদৌ হবে?

বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া ভার্চ্যুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করার কথা আইসিসির পূর্ণ সদস্য ১২টি বোর্ডের প্রতিনিধি, তিনটি সহযোগী সদস্য বোর্ডের প্রতিনিধি, একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, আইসিসির চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহীর।বাংলাদেশ থেকে এতে অংশ নেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ।

তবে সভাটি কারও জন্যই খুব স্বস্তিকর ছিল বলে মনে হয় না। ইএসপিএন-ক্রিকইনফো জানিয়েছে, মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়া সভা শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে, আগামীকাল ৩০ নভেম্বর আবার সভা হওয়ার কথা।

যদিও ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজসহ ভারতেরই আরও কিছু সংবাদমাধ্যম লিখেছে, আগামীকাল নয়, আসছে সপ্তাহের কোনো এক সময় হতে পারে সভাটি। এ ব্যাপারে আইসিসি আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর দেখে ধারণা করা হচ্ছে, ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের বোর্ডকে আরও কিছুটা সময় দিতে চাইছে আইসিসি।

পাকিস্তানের লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি,মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা। কিন্তু চলতি মাসের শুরুতে আইসিসিকে ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সরকার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

সর্বশেষ এশিয়া কাপের মতো এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও ‘হাইব্রিড মডেলে’ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যেখানে মূল টুর্নামেন্ট হবে পাকিস্তানে, ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলবে নিরপেক্ষ কোনো দেশে। আয়োজনের স্বত্ব থাকবে পাকিস্তানেরই।

তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) পুরো টুর্নামেন্টই নিজেদের দেশে আয়োজন করতে চায়। আইসিসি এতে পড়েছে মহা ঝামেলায়। পাকিস্তান রাজি না হলে আইসিসির পক্ষে এই টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা কঠিন। আয়োজক দেশের অনুমতি ছাড়া টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া আজকের ভার্চ্যুয়াল সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আইসিসি অনড় অবস্থানে চলে যাওয়া দুই দেশকে আরও কিছুটা সময় দিতে চায়। এর সঙ্গে অন্য বোর্ডগুলোর কাছ থেকেও মতামত জানতে চাইবে। আগামী ১ ডিসেম্বর জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর পরবর্তী বৈঠকটি হতে পারে বলে ভারতীয় আরেকটি দৈনিক লিখেছে।

আপাতত তিনটি পথ খোলা আইসিসির সামনে। ১. হাইব্রিড মডেল ২. পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া এবং ৩. ভারতকে বাদ দিয়ে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তানেই আয়োজন করা। ভারতীয় বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর, এর মধ্যে হাইব্রিড মডেলই আইসিসির সর্বোচ্চ পছন্দ। দরকার হলে এর জন্য পাকিস্তানকে বড় রকমের ক্ষতিপূরণও দিতে রাজি আইসিসি।

আগামী কয়েক দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটিই দেখার অপেক্ষা।

দিমি-তালাল জুটিতে বাজিমাত, আইএসএলে অষ্টম ম্যাচে প্রথম জয় ইস্টবেঙ্গলের, থাকল চিন্তাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: অষ্টম ম্যাচ খেলতে নেমে আইএসএলে প্রথম জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। গোলের পাস বাড়ালেন মাধি তালাল। এই ম্যাচের পরেও অবশ্য ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষে থাকল। আট ম্যাচে চার পয়েন্ট হল তাদের।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের নেপথ্যে ছিল দিয়ামানতাকোস এবং তালালের বোঝাপড়া। মহমেডান ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৩০ মিনিটেই ন’জন হয়ে যাওয়ায় সেই জুটির প্রভাব দেখা যায়নি। নর্থইস্ট ম্যাচে আবার তা ফিরল। ইস্টবেঙ্গলের গোলের নেপথ্যে রয়েছে এই জুটিই। দিয়ামানতাকোসের শট নর্থইস্টের ফুটবলারের গায়ে লেগে বাঁ প্রান্তে থাকা তালালের কাছে যায়। তালাল বল ধরতেই গোলের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন দিয়ামানতাকোস। নিখুঁত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তিনি। জুটির সাফল্যের কারণ, তালাল বল পেলেই দিয়ামানতাকোস বুঝে যাচ্ছেন কোথায় পজিশন নিতে হবে। সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন দ্রুত। এর পর গোলে বল ঢোকাতে অসুবিধা হচ্ছে না।

আইএসএলের প্রথম চারটি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে দেখে মনে হয়েছে গুটিয়ে থাকা, মানসিকতা দুমড়ে যাওয়া একটি দল। অস্কার ব্রুজো দায়িত্ব নেওয়ার পর তা বেশ কিছুটা বদলে দিয়েছিলেন। নর্থইস্ট ম্যাচে আবারও ইস্টবেঙ্গলের আগ্রাসন লক্ষ করা গেল। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ করতে কখনও পিছপা হয়নি। বারে বারে নর্থইস্ট বক্সে হানা দিয়েছে। বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। চাপে পড়ে প্রচুর ফাউল করেছেন নর্থইস্টের ডিফেন্ডারেরা। মহম্মদ আলি বেমামেরকে লাল কার্ডও দেখতে হয়েছে।

ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে ব্রুজো জানিয়েছিলেন, বিষ্ণু যে কোনও দিন শিরোনাম কেড়ে নিতে পারেন। কেরলের তরুণ ফুটবলার সত্যিই নজর কাড়লেন নর্থইস্ট ম্যাচে। বাঁ দিক থেকে তাঁর গতি বার বার বিপদে ফেলল নর্থইস্টকে। তাঁকে আটকাতে গিয়ে একাধিক ফাউল করলেন ডিফেন্ডারেরা। রেফারি ঠিকঠাক বিচার করলে পেনাল্টিও পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। তবে বল নিয়ন্ত্রণ এবং পাসিংয়ের ব্যাপারে আরও সাবধানী হতে হবে বিষ্ণুকে। অনেক সময়েই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পা থেকে বল হারিয়ে ফেলছেন তিনি।

ক্রাইস্টচার্চে এক দিনে ৬ ক্যাচ মিস নিউজিল্যান্ডের, সাজা দিলেন ব্রুক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্লেন ফিলিপস শূন্যে ভেসে ওলি পোপের যে ক্যাচটা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এ বছরের সেরা ক্যাচগুলোর একটি। দুর্দান্ত সব ক্যাচের জন্য আগেই ‘বাজপাখি’, ‘সুপারম্যান’ তকমা পাওয়া ফিলিপসের ক্যারিয়ারে এই ক্যাচ নিশ্চয়ই ওপরের দিকেই থাকবে।

কিন্তু ফিলিপসের আরেকবার ‘বাজপাখি’ হয়ে ওঠার দিনে নিউজিল্যান্ডের বাকি ফিল্ডাররা যেন হাতে মাখন মেখে (বাটার ফিঙ্গার) নেমেছিলেন! একটি-দুটি নয়, আজ রান নিয়ে।

তৃতীয় দিন সকালে ব্রুকের সঙ্গে ব্যাট করতে নামবেন বেন স্টোকস। ৩৭ রানে অপরাজিত থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়কও একবার ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক টম ল্যাথামের কাছে ক্যাচ দিয়ে বাঁচার সময় তাঁর রান ছিল ৩০। স্টোকস কতটা ভোগাবেন, সেটা তৃতীয় দিনে বোঝা যাবে। তবে চারবার জীবন পাওয়া ব্রুক এরই মধ্যে কিউইদের যথেষ্ট ভুগিয়েছেন।

১৮, ৪১, ৭০ ও ১০৬;নিয়মিত বিরতিতে ক্যাচ দিয়েছেন ব্রুক, ম্যাট হেনরি চতুর্থ ওভারে জ্যাক ক্রলিকে তুলে নেওয়ার পর ডাকেট ও জ্যাকব বেথেলের কিছুটা দেখে শুনে খেলছিলেন। ইনিংসের ১৫তম ওভারে দুই বলের ব্যবধানে বেথেল এবং জো রুটকে দুজনকে ফেরান নাথান স্মিথ। অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা স্মিথের বলে শূন্য রানে বোল্ড হয়েছেন ১৫০তম টেস্ট খেলতে নামা রুট।

এমন ভালো শুরুই নিউজিল্যান্ড শেষ পর্যন্ত পাইকারি ক্যাচ মিসের কারণে ধরে রাখতে পারেনি, যার সাজাটা এখন দিয়ে চলেছেন ব্রুক।

ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৪ ওভারের মধ্যে ৬টি ক্যাচ মিস করেছে নিউজিল্যান্ড! এক হ্যারি ব্রুকই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন ৪ বার!

এত বেশি সুযোগ দিলে একজন ব্যাটসম্যান ফিল্ডিং দলকে যা শাস্তি দেওয়ার, সেটিই দিয়েছেন ব্রুক। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি করে দিন শেষে মাঠ ছেড়েছেন ১৩২ রানে অপরাজিত থেকে। দিনের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৪৮ রানে থামিয়ে দেওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ৩১৯ নিউজিল্যান্ড ছেড়েছে সব কটিই। এর মধ্যে প্রথমটিই ছেড়েছেন ফিলিপস, বাকিগুলো ল্যাথাম, ডেভন কনওয়ে ও টম ব্লান্ডেল। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ল্যাথাম তাঁর প্রথম ক্যাচটি ছেড়েছেন ইনিংসের শুরুর দিকে বেন ডাকেটের।

এত এত ক্যাচ মিসের কারণেই ব্রুক পঞ্চম উইকেটে পোপের সঙ্গে গড়েন ১৫১ রানের জুটি, আর ষষ্ঠ উইকেটে স্টোকসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ৯৭ রান যোগ করে। অথচ ৭১ রানেই চার উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা অবস্থায় ছিল ইংল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস ৯১ ওভারে ৩৪৮ (উইলিয়ামসন ৯৩, ফিলিপস ৫৮*, ল্যাথাম ৪৭, রবীন্দ্র ৩৪; কার্স ৪/৬৪, বশির ৪/৬৯, অ্যাটকিনসন ২/৬১)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৭৪ ওভারে ৩১৯/৫ (ব্রুক ১৩২*, পোপ ৭৭, ডাকেট ৪৬, স্টোকস ৩৭*; স্মিথ ২/৮৬, হেনরি ১/৫০)।

দ্বিতীয় দিন শেষে।

অস্ট্রেলিয়ায় গোলাপি বল টেস্টে ভারতের প্রস্তুতিতে কাঁটা বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া সফরে গোলাপি বলের টেস্টে ভারতের রেকর্ড খুব একটা ভাল নয়। গত বারই অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে অলআউট হয়েছিল তারা। এ বারও অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে নামার আগে তাঁরা ক্যানবেরায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল গোলাপি বলে। তবে শনিবার থেকে হতে চলা দু’দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে বাদ সাধতে পারে বৃষ্টি। বিঘ্ন হতে পারে ভারতের অনুশীলন।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার ১০০ শতাংশ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ম্যাচের কোনও না কোনও সময়ে বৃষ্টি হবেই। তবে রবিবারের পূর্বাভাস একটু ভাল। সে দিন ২০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ফলে একটুও হলে প্রস্তুতি হতে পারে বিরাট কোহলিদের।

অ্যাডিলেড টেস্টের আগে শক্তিশালী হয়েছে ভারত। অধিনায়ক রোহিত শর্মা তো দলে যোগ দিয়েছেনই। পাশাপাশি চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেন শুভমন গিলও। শুক্রবার শুভমনকে জোরকদমে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। থ্রোডাউনের বিরুদ্ধে খেলেছেন। এর পর সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে শুভমনের রক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন।

ভারতীয় বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিয়োয় শুভমন বলেছেন, প্রথম দিন অনুশীলনে নেমেছি। মাঠের পরিবেশ অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম। কোনও রকম ব্যথা এখনও রয়েছে কি না সেটা দেখে নিচ্ছিলাম। তবে আমি এবং কমলেশ ভাই (ফিজিয়ো) যা আশা করেছিলাম তার থেকে ভালই আছি। ফিটনেস নিয়ে আমি খুশি।

২০২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে খেলতে পারেননি শুভমন। এ বারও না পারায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শুভমনের কথায়, চোটের কথা জানতে পারার পর প্রথম দু’দিন খুব হতাশ ছিলাম। শেষ বার আসার সময় পার্থই একমাত্র মাঠ ছিল যেখানে খেলা হয়নি আমার। এ বার দারুণ স্টেডিয়ামটায় খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। সেটা হয়নি। তবে দল যে ভাবে খেলেছে তাতে খুব খুশি হয়েছি।

বিওএ নির্বাচনে হারলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, নতুন সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী

শম্ভুনাথ ভৌমিক

বিওএ নির্বাচনে সভাপতি পদে নবনির্বাচিত চন্দন রায়চৌধুরী (মাঝে)। বাঁদিকে রয়েছেন শম্ভু শেঠ, কমল মৈত্র, স্বরূপ বিশ্বাস। ডানদিকে নবনির্বাচিত সচিব জহর দাস, রামানুজ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বরূপ দে।

আশঙ্কাই সত্যি হল। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি পদে হারলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬ সালে বিওএ নির্বাচনে মাত্র ১ ভোটে সচিব পদে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরেছিলেন চন্দন রায়চৌধুরী। আট বছর পর নিলেন মধুর প্রতিশোধ। হেভিওয়েট প্রার্থী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার দাঁড় করিয়েই হারিয়ে দিলেন ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের দীর্ঘ দু’যুগ ধরে থাকা সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। ৪৫ টি ভোট পেয়ে সভাপতি পদে জয়ী হন তিনি। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পান ২০ ভোট। সহসভাপতি পদে এলেন বিশ্বরূপ দে। যিনি আবার কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা। হেভিওয়েট প্রার্থী, মুখ্যমন্ত্রীর ভাই হয়েও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় যে হারতে চলেছেন, শুক্রবার একদিনের প্রতিবেদনে সেই অনুমানের আভাস আগেই দেওয়া হয়েছিল। ধারে-ভারে তিনি অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন চন্দন রায়চৌধুরী। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে যায়, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের আগে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরক্তি প্রকাশ। ময়দানে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, নানা অঙ্ক চলে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিওএ’তে হারাতে। শেষমুহূর্তে নাকি চন্দন রায়চৌধুরীকে জেতাতে হাতে হাত মেলান অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু এমনকি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দাদা অজিতই ছিলেন বিওএ নির্বাচনের কমিশনার। বিওএ নির্বাচনে মোট ৬৮ টি ভোটের মধ্যে ৬৭ টি ভোট পড়ে। সচিব পদে নির্বাচিত হলেন জহর দাস। তিনি পান ৪১ ভোট। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন স্বপন গোষ্ঠীর কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি পান ২৪ ভোট। সহ সভাপতি রামানুজ মুখোপাধ্যায় (৫০ ভোট), বিশ্বরূপ দে (৫২ ভোট), কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (৩৪ ভোট)। কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন কমল মৈত্র। নির্বাচনে জিতে বিওএ -র নতুন সভাপতি বলেন, ‘শুধু ও নয়, আমাকে তো সবাই ভালোবাসে। সবাই মিলে কাজ করব। আমার কাজ ছোট খেলার উন্নতি। সরকার থেকে যাতে আরও টাকা আসে।’ নির্বাচন হেরে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ময়দানে আসল খেলা হলে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না। কীভাবে নির্বাচন জিততে হয় আমি জানি। আমি মাঠের ছেলে ময়দান থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। খেলা হবে।’ এদিন জুডো থেকে ভোট দিতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুও। তিনি বলেন, ‘খেলা ভালোবাসি। সেই কারণে এলাম।’ এছাড়া বিওএ নির্বাচনে ২৫০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। যা যে কোনো রাজ্যের নির্বাচনকে মনে করিয়ে দেবে। মোট ১৪টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোষাধ্যক্ষ পদে কমল মৈত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই নির্বাচিত হওয়ায় বাকি ১৩টি পদে নির্বাচন হয়।

বুদ্ধির জোরেই পিচরক্ষা করলেন কর্মকর্তা, নজির ক্রিকেট ময়দানে

অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ময়দানে বিরল নজির। প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচানো গেল পিচ। বেঁচে থাকল ময়দানের ক্রিকেট। সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যানের প্রচেষ্টাতেই মুখরক্ষা হল বাংলার ক্রিকেটের।বৃহস্পতিবার ওয়াকফ বিল নিয়ে ময়দানে জমায়েত করে জমিয়তে উলেমা হিন্দ। তাতেই কাতারে কাতারে লোক। ফাঁকা মাঠ থেকে ঘেরা মাঠ, শুরু হয়ে যায় মাঠদখল। গাড়ি পার্কিং থেকে খাওয়াদাওয়া, নমাজ পড়া, সবকিছুই চলে। এদিকে তখন খেলা চলছিল ময়দানের সব মাঠেই প্রায়। দ্বিতীয় ডিভিশনের জুনিয়র নকআউট ওয়ান ডে (৪৫ ওভারের) খেলা মুহূর্তে পণ্ডও হয়ে যায় বঙ্গবাসী, তালতলা, ভবানীপুর মাঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিককে ফোন করেন বঙ্গবাসী মাঠের অবজার্ভার প্রশান্ত সিনহা রায়। ফোন পেয়ে কালবিলম্ব করেননি শ্রীমন্ত। ছুটে আসেন মাঠে।বঙ্গবাসীতে তখন চলছিল ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাহাপুর স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ। ততক্ষণে মাঠ থেকে লোক বের করাই দুরূহ। পুলিশ-প্রশাসনকে জানানোয় তারাও অসহায় সে কথা জানিয়ে দেয়। খেলা করার কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে, দ্রুত পিচকে বাঁচাতে তৎপর হন শ্রীমন্ত মল্লিক। ক্রিকেটার, আম্পায়ার, মালি, পিচ কিউরেটর রঞ্জিত কুমার সাউকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন পিচ ঘিরে। শ্রীমন্ত বুঝতে পারেন, বাকি মাঠেরও হাল খারাপ। সেখানে পিচ বাঁচানোর রাস্তা বাতলে দিয়ে ছুটে যান তালতলা মাঠে। সেখানেও খেলা ছিল বালক সংঘের সঙ্গে গ্রিয়ার স্পোর্টিং ক্লাবের। খেলা থমকে যাওয়ায় একই উপায় অবলম্বন করেন সেখানেও। ভবানীপুর মাঠ এমনিতে ঘেরা, কিন্তু লোক ঢোকানো আটকানো যায়নি। সেখানেও ভিড়ের ঠেলায় বন্ধ হয়ে যায় আড়িয়াদহের সঙ্গে অবসরের ম্যাচ। সেখানেও দ্রুত ফোন করে অন্তত পিচ রক্ষার কথা জানান। কাজও হয়। এইসব ঘটনার মধ্যেই শুরু থেকে টেলি কনফারেন্সে কখনও প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, কখনও আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কখনও ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। শ্রীমন্ত মল্লিক বলেন, ‘পিচ কিউরেটর রঞ্জিত সাউ ও আমি, হাত জোড় করে অনুরোধ করি। কিন্তু কেউ কথা শোনেনি। বাধ্য হয়েই পিচ বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিই। সেটা অন্তত সাকসেস করতে পেরেছি।’ সন্ধেতে দ্রুত মিটিং ডাকেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরেরদিনই রিপ্লে ম্যাচ হবে বাতিল ম্যাচগুলোর। ক্লাবদলগুলো রাজি হওয়ায় শুক্রবার সুষ্ঠভাবেই সেই ম্যাচ সম্পন্ন হয়। যার কৃতিত্বের দাবিদার শ্রীমন্ত মল্লিক, রঞ্জিত সাউরা। অথচ কাচের ঘরে বসে অনেকেই সিএবির অন্দরে সস্তার রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকেন সারাবছর।

সৌরভ ঘনিষ্ঠ শ্রীমন্ত মল্লিক, বা প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা সেই দলে নাম লেখাননি। মাঠের লোককে মাঠেই দেখা যায়। আর যায় বলেই, পিচ বাঁচিয়ে পিঠ বাঁচাতে পারল সিএবি। গতবার রঞ্জিতে ট্রফির একটি ম্যাচেও সচিব নরেশ ওঝাকে দেখা যায়নি। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ঠান্ডা ঘরে বসে টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নীতিশ রঞ্জন দত্তকেও এবার কোথাও দেখা যায় না। ডুমুরের ফুল হয়েই কাটিয়ে দেন সিএবির অন্দরে। আর খুঁত ধরতে ব্যস্ত থাকেন বাকি মাঠের কর্তাদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা তো বলেই দিলেন, ‘নেবু দেবু অণু পরমাণুদের মতো কাচের ঘরে বসে মাঠ করে না শ্রীমন্ত, প্রসেনজিতরা। তফাত তো থাকবেই।’ চোখ খুলে দিয়েছেন অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান, প্রাক্তন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ায় কর্মচারী শ্রীমন্ত মল্লিক, পিচ কিউরেটর রঞ্জিত সাউরা। সিএবির অন্দরেই এখন প্রশ্ন উঠেছে এভাবে কতদিন?

লোক জমায়েতের জেরে বৃহস্পতিবার বঙ্গবাসী মাঠে জুনিয়র নক আউটের ম্যাচ থমকে। পিচ পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক সহ ক্রিকেটার ও আম্পায়াররা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**